তবলীগ দর্পণ

ঃলেখকঃ
হাফেজ মঈনুল ইসলাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক
মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ
মোবাইলঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

তবলীগ দর্পণ

-ঃ লেখক ঃ-

হাফেজ মঈনুল ইসলাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

—প্রকাশক—

মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

Rs. 30/-

=প্রকাশক=

মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

প্রথম সংস্করণ ১লা এপ্রিল ২০১২

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল্য ঃ-৪০.০০ টাকা মাত্র

=প্রাপ্তিস্থান=

মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

তবলীগ দর্পণ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

السلام عليكم

মাননীয় মাওলানা সাহেব !

আপনার খেদমতে একটি প্রশ্ন পেশ করিতেছি ; আশা করি যথার্থ উত্তর দানপূর্বক মুসলমান সমাজকে কৃতার্থ করিবেন।

—নিবেদক

হাফেজ আযীমুদ্দীন

প্রশ্ন : বর্তমানে 'তবলিগি জামাত' নামক যে একটি দল গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে কালেমা, নামায ইত্যাদির তবলীগ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আরবী, ফার্সি, উর্দু ইত্যাদি ভাষা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। কেহ কেহ উর্দু বা বাংলা ভাষায় লিখিত দুই একটি কিতাব কোনমতে পাঠ করিয়াই হযরত নবী করীম ছাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসনে আসীন হইয়া অর্থাৎ হেদায়েতের মঞ্চে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞ আলেমদের ন্যায় ওয়ায নছীহত করিতেছে। এইরূপ মূর্খ লোকদের পক্ষে হেদায়েতের মঞ্চে দাঁড়াইয়া ওয়াজ ও তবলীগ করা দুরস্ত আছে কি ?

উত্তর : মৌঃ ইলিয়াস সাহেব কর্তৃক প্রবর্তিত 'তবলিগি জামাত' কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তবলীগ করিতেছে এবং মুসলিম সমাজকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন পথে পরিচালিত করিতে চায়--ইহার প্রতি আলোকপাত করিবার পূর্বে তবলিগি জামাতের লোকগণ যে সমস্ত আয়াত ও হাদীসকে নিজদের বক্তব্যের শিরোনাম হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ঐগুলির মনগড়া ব্যাখ্যা দান করে ও কল্পনা প্রসূত তফসীর বা ব্যাখ্যা দান করিয়া সকলকেই তবলীগে বাহির হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করে--সর্বপ্রথম সেই সমস্ত আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা দান করা অতি প্রয়োজন। তাহা হইলে দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, মূর্খ লোকদের পক্ষে রাসূলে পাকের মসনদে বসা অর্থাৎ তবলীগের আসনে আসীন হওয়া ও তবলীগে বাহির হওয়া দুরস্ত আছে কি না ?

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر — القران

অর্থাৎ—তোমাদের মধ্যে একদল লোক এইরূপ হওয়া চাই যাহারা মংগলের প্রতি আহ্বান করিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজ নিষেধ করিবে। (আল-কুরআন)

এই আয়াতের মধ্যে 'তোমাদের মধ্যে একদল লোক' এই কয়টি শব্দ দ্বারা ইহাই পরিষ্কারভাবে বুঝাইতেছে যে, দাওয়াত বা তবলীগ করার নির্দেশ সমস্ত মুসলমানদের উপর নহে বরং মুসলমানদের মধ্যে একদল অর্থাৎ আলেম সম্প্রদায়ের উপর তবলীগ ফরয করা হইয়াছে। এই আয়াতে নির্দেশিত তবলীগ ইসলামের প্রথম যুগ হইতে অদ্যাবধি ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তফসীরে বায়েদাবী'তে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ঃ

لان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية ولان لا يصلح له كل احد اذ للمتصدى شروط لا يشترك فيها جميع الامة كالعلم بالاحكام ومراتب الاحتساب وكيفية اقامتها والتمكن من القيام بها خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم -

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ—'কেননা, সৎকাজের নির্দেশ দান করা ও অসৎকাজ নিষেধ করা ফরযে কিফায়া (যাহা কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরয)। কারণ, এই কাজ সম্পাদনের যোগ্যতা প্রত্যেকের নাই। এই কাজ সম্পাদনের জন্য যে শর্তাবলী রহিয়াছে, যেমন—শরিয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া, হুকুম-আহকামের মান এবং ঐগুলির প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া ইত্যাদি। অথচ এই সমস্ত শর্ত সকলের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই আয়াতের মধ্যে সমস্ত উম্মতকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক হইতেই এই কাজ তলব করা হইয়াছে।'

উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, সৎকার্যের নির্দেশ দান করা ও অসৎকার্য নিষেধ করা ফরযে কিফায়া—যাহা কিছু সংখ্যক লোক সম্পাদন করিলে সকলের পক্ষ হইতেই আদায় হইয়া যায়। অধিকন্তু, এই কাজ করার জন্য যে সব শর্ত রহিয়াছে তাহা সকলের মধ্যে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ধর্মীয় জ্ঞানহীন মানব সমাজকে তবলীগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং তাহাদের দ্বারা তবলীগ করানো কি সুন্নতের অনুসরণ—না বিদ্আতের উদ্ভাবন ?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালউদ্দীন সিয়ুতী তফসীরে-জালালাইনে বলেন ঃ

وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَا يَلْزَمُ كُلَّ الْأُمَّةِ وَلَا يَلِيقُ لِكُلِّ أَحَدٍ كَالْجَاهِلِ ـ

অর্থাৎ—'এই আয়াতের মধ্যে 'মিন্' শব্দটি দ্বারা কিছু সংখ্যক লোককে বুঝায়, কেননা তবলীগ করা ফরযে কিফায়া; অর্থাৎ—কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি ফরয। এই নির্দেশ সমস্ত উম্মতের প্রতি নহে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ইহার যোগ্যও নহে—যেমন মূর্খ ব্যক্তি।'

ইহাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, সর্ব সাধারণ ও মূর্খলোকদের জন্য সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎকাজের বাধা দানের নির্দেশ নহে বরং যাহারা এই কাজের যোগ্য তাহাদের প্রতিই এই নির্দেশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তফসীরে জামেউল বয়ানে আছে ঃ

لان الامر بالمعروف من فروض الكفاية و للمتصدى له شروط قال الضحاك هم الصحابة و المجاهدون و العلماء و الخطاب للجميع -

অর্থাৎ-কারণ সৎকাজের নির্দেশ দান ফরযে কিফায়া এবং নির্দেশ-দাতার জন্য শর্তাবলীও রহিয়াছে। ইমাম দাহ্হাক বলিয়াছেন, তাহারা হইতেছেন সাহাবা-ই-কেরাম, মুজাহেদীন এবং আলেম সমাজ। কিন্তু সম্বোধন সকলকেই করা হইয়াছে।

এই সব তফসীর হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, সৎকার্যের নির্দেশদাতা ও অসৎকার্যের নিষেধকারী হইতেছেন প্রকৃতপক্ষে সাহাবা-ই-কেরাম, মুজাহেদীন ও ওলামা-ই-উম্মত। দুই-চারটি উর্দু বা বাংলা বই পাঠক ধর্মীই জ্ঞানহীন জনসাধারণ নহে।

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر الخ -

অর্থাৎ-'তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবমন্ডলীর মঙ্গলের জন্য তোমাদের আবির্ভাব; সৎকার্যের নির্দেশ দিবে, অসৎকার্য নিষেধ করিবে।'

তবলীগ জমাতের লোক অধিকাংশ সময়েই এই আয়াতকে নিজেদের বক্তব্যের শিরোনাম হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ইহার মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে তবলীগ করিবার জন্য বাহির হইতে হইবে. নচেৎ তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

'মুলফুজাত-ই-মৌলানা ইলিয়াস' নামক গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, তোমরা নবীদের মত মানুষের জন্য আবির্ভূত হইয়াছ। 'নবীদের মত' কথাটির সমর্থনে কোন দলিল প্রমাণ উল্লেখ করা হয় নাই' স্বপ্নের বাহানা করা হইয়াছে। ইহা মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের কল্পনাপ্রসূত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখ্যা। কোন তফসীরের বরাত দেওয়া হয় নাই। নবীদের (আঃ) আবির্ভাবের সহিত সাধারণ মানুষের আবির্ভাবের তুলনা করা নবীদের (আঃ) চরম অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপে আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দান করতঃ সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সংসারবিরাগী করিয়া তবলীগে বাহির করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; অথচ বুখারী শরীফে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ঃ—

وعن ابى هريرة كنتم خير امة اخرجت للناس قال خير الناس للناس يا تون بهم فى السلاسل فى اعناقهم حتى يد خلوا فى الا سلام -

অর্থাৎ—হযরত আবু হুরাইরাহ হইতে বর্ণিত আছে যে, সর্বোৎকৃষ্ট লোক তাহারাই যাহারা মানুষকে শৃংখলাবদ্ধ করে যতক্ষণ না উহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। (বুখারী শরীফ—২য় খণ্ড)

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাযী (রঃ) 'তফসীর-ই-কবীর-এর মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, একমাত্র জিহাদের কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হইয়াছে।' সৎকার্যের নির্দেশ ও অসৎকার্যের নিষেধ পূর্ববর্তী উম্মতগণও করিয়াছেন-কিন্তু তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় নাই। বস্তুতঃ উম্মতে মুহাম্মদীর উল্লেখিত গুণ ছাড়া আরও একটি গুণ ছিল যাহা অপর কোন উম্মতের ছিল না; উহা হইল আল্লাহের রাস্তায় নিজ জীবন উৎসর্গ করা বা জিহাদ করা। ইহার বদৌলতেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়াছেন।

সারকথা এই যে, امر با لمعروف দ্বারা কাফিরদের সহিত জিহাদ করাকেও বুঝায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তবলীগ জমাতের লোকগণ কাফেরদের পরিবর্তে মুসলমানদের সহিত জিহাদ করা ফরয জ্ঞান করিয়াছেন এবং মুসলমানদেরকে কলেমা শিক্ষা দানের ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের হাশিয়ায় বলা হইয়াছে, যাহারা কাফেরদেরকে কুফুরী হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্বাসী করিয়া তোলে—তাহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানুষ তাহারাই যাহারা কাফেরকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, 'যাহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত হিজরত বা ধর্মের খাতিরে নিজ নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন তাহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ।' হিজরতের উদ্দেশ্য মুসলমানকে কলেমার দাওয়াত দেওয়া অথবা তাহাদের সহিত জিহাদ করা ছিল না; অথচ তবলীগ জমাতের লোকেরা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করিয়া নিজেরা শ্রেষ্ঠ দলের আসনে আসীন হইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালাইতেছেন এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিতেছেন। যাহারা নিজ নিজ মূল্যবান জীবনকে আল্লাহের রাহে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ মনে করেন তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠদল। এই আয়াতে উল্লেখিত امر بالمعروف এর অর্থ মুহাদ্দেছে দেহলভী মাওলানা আব্দুল কাদের (রঃ)-ও জিহাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتى هى احسن - القران

অর্থাৎ—আল্লাহের পথে মানুষকে হিকমত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং উত্তম যুক্তির সহিত উহাদের সংগে আলোচনায় রত হও।

(আল কুরআন)

'হিকমত' শব্দটির অর্থ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। 'আল-মাওয়িজাতিল্-হাসানা' এর অর্থ উত্তম উপদেশ। যিনি আল্লাহের পথে অপরকে আহ্বান করিবেন তাঁহাকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। উপরিউক্ত শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থও যাহারা জানে না তাহাদের দ্বারা তবলীগ করান ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করা বই আর কিছুই নয়। অধিকন্তু, আল্লাহের দিকে যিনি অপরকে আহ্বান করিবেন তাঁহার মধ্যে যেসব গুণ থাকা অতীব প্রয়োজন, তাহা হইতেছে—ধর্মীয় শিক্ষায় বিশেষভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষিত হওয়া, কুরআন-হাদীসে অভিজ্ঞ হওয়া, স্থান, কাল-পাত্র ভেদাভেদ অনুধাবন করা, আয়াতে নাসেখ ও মানসুখ; অর্থাৎ কোন্ আয়াতের হুকুম বহাল আছে ও কোন্‌টির হুকুম রহিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া ইত্যাদি (তফসীরে কাশ্‌শাফ)।

এই সমস্ত গুণ তবলীগ জমাতের প্রচারকদের মধ্যে প্রায়শঃ পাওয়া যায় না; এমন কি, হাজারে একজন পাওয়াও মুশকিল। অথচ হাদীস-তফসীর উপেক্ষা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকেই প্রচারক সাজিয়া বসিয়াছেন। ইহাই ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন—যাহা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা তফসীরে বায়দাবীতে নিম্নরূপ করা হইয়াছে ঃ

ادع الى سبيل ربك الى الاسلام بالمقالة الحكمة وهو دليل الموضح الحق المزيل للشبهة - الموعظة الحسنة الخطابات المقنعة والعبر النافعة - الا ولى لدعوة خواص الامة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوامهم — تفسير البيضاوى

অর্থাৎ—মানুষকে আল্লাহের পথে তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান কর হিকমত দ্বারা ও যুক্তিপূর্ণ বাণী দ্বারা যাহা সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করে। 'আল-মাওয়িজাতিল্ হাসানা' দ্বারা কল্যাণময় শিক্ষা ও সারগর্ভ ভাষণ বুঝায়। 'হিকমত' শব্দটি বিশেষ ব্যক্তি-বর্গের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহারা হাকিকত বা তত্ত্ব অনুধাবনে যত্নবান। আর শেষোক্ত শব্দটি সর্ব সাধারণকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। (তফসীরে বায়দাবী)

এখন চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, তবলীগ জমাতের যে সমস্ত লোক 'গাশ্‌ত' করিয়া থাকেন তাহারা হিকমত ও উত্তম উপদেশের উপর কতটুকু আমল করেন। যাহারা 'তবলীগ' শব্দটির শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থও অবগত নহেন তাহারা হিকমত, উত্তম উপদেশ ও সারগর্ভ ভাষণ দানের নির্দেশ পালন করিবেন কি করিয়া ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতদ্ব্যতীত, কুরআন মজীদে যে সমস্ত আয়াত জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা সেগুলি তবলীগের স্বপক্ষে ব্যবহার করিয়া থাকেন। জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত আবৃত্তি করিয়া কোন তফসীরের বরাত বা হাওলা না দিয়া তবলীগের সমর্থনে ব্যবহার করা মনগড়া তফসীর নহে কি ?

মনগড়া তফসীর করিবার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়াছেন :—

قال رسول صلى الله عليه وسلم من فسر القران برائه او من رائه فليتبوا مقعده من النار ـ

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের মনগড়া ব্যাখ্যা করে সে যেন জাহান্নামে নিজ গৃহ বা বাসস্থান নির্মাণ করে।' মনগড়া তফসীর করা হারাম, অথচ তবলীগের আমীরগণ (ময়দানের) জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে তবলীগের ক্ষেত্রে কি করিয়া ব্যবহার করিতেছেন—ইহার উত্তর তাহারা দিবেন কি ?

অতঃপর আমি ঐ সমস্ত হাদীস উল্লেখ করিতেছি যেগুলি সাধারণতঃ তবলিগিদেরকে শিখাইয়া দেওয়া হয় এবং যাহার ফলে তাহারা নিজেদেরকে আলেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন ও নিজেদেরকে খুবই গৌরবান্বিত বোধ করেন। অপরদিকে যে সমস্ত জ্ঞানবান মুসলমান নিজ নিজ কর্মব্যস্ততা অথবা তবলিগিদের বদ আকীদার দরুন তাহাদের সংগে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে প্রস্তুত না হন তাহাদের উপর নানা ফতোয়া দিয়া থাকেন।

وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو اية ـ وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار ـ (بخارى)

অর্থাৎ—হযরত ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'তোমরা আমার পক্ষ হইতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পেঁছাইয়া দিও যদিও উহা একটি বাক্য হয়। বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী (শিক্ষা লাভার্থে) বর্ণনা কর ইহাতে কোন দোষ বা অপরাধ নাই। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে নিজ আবাস নির্মাণ করে।"

তবলীগ জমাতের লোকগণ হাদীসের প্রথমাংশ শ্রোতঃমন্ডলীর সামনে উল্লেখ করিয়া তাহাদেরকে অভিভূত করেন। হাদীসের প্রকৃত অর্থ বা মর্ম সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং ইহাও জানেন না যে, হাদীসের শেষাংশে তাহাদের তবলীগ-পদ্ধতির বাতুলতার প্রমাণ রহিয়াছে।

শরহে মিশকাত 'মিরকাত'-এর মধ্যে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা নিম্ন বর্ণিতরূপ করা হইয়াছে :—

قيل — بلغوا عني تحتمل وجهين احدهما اتصال
السند بنقل الثقة عن مثله الى منتهاه لان التبليغ
من البلوغ هو انتهاء الشيء الى غايته والثاني اداء
اللفظ كما سمع من غير تغيير المطلوب في الحديث
كلا الوجهين لوقوع بلغوا مقابلا لقوله حدثوا عن
بني اسرائيل مثلا — مرقات شرح مشكوة —

অর্থাৎ—'আমার পক্ষ হইতে পেঁছাইয়া দাও' এই বাক্যটির ব্যাখ্যা দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ, হাদীসের সনদের ইত্তেছাল অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সূত্রের যুগপৎ সংমিলন এবং সূত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, হাদীসে বর্ণিত শব্দ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ বলিয়াছেন কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করিয়া অবিকল সেইরূপ ব্যক্ত করিতে হইবে............।'

উল্লেখিত দুইটি কাজ খুবই কঠিন। একটিও সর্ব সাধারণের আয়ত্তাধীন নহে। সনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হুবহু বর্ণনা করা জ্ঞানহীন সর্ব সাধারণের কাজ নয়। তবলীগের নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত সর্ব সাধারণকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবলীগের জন্য গৃহত্যাগ করিতে অনুপ্রাণিত করিতেছেন তাহারা কি সাহাবা কেরামের ন্যায় আয়াত ও হাদীছের শব্দগুলি উচ্চারণ করিতে পারেন? হাদীছের শেষাংশে বর্ণিত 'যে আমার প্রতি স্বেচ্ছায় মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে নিজ ঠিকানা তৈয়ার করে।' অথচ দেখা যায়, তবলীগ জমাতের মূর্খ প্রচারকগণ বিভিন্ন তবলিগি জলসায় এবং বক্তৃতায় তথাকথিত মৌলভী-দের কথাকে হাদীছ বলিয়া দ্বিধাহীনভাবে বর্ণনা করে। ইহা রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা নহে কি? এহেন মারাত্মক কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য হাদীছের শেষাংশে বলা হইয়াছে, 'যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহার ঠিকানা জাহান্নাম।'

ধর্মীয় জ্ঞানহীন স্বল্পসংখ্যক জনসাধারণ তাহাদের মনগড়া হাদীছ শুনিয়া তিন চিল্লার বিনিময়ে বেহেশ্‌ত খরিদ করিবার জন্য সাংসারিক কাজ কার-বার পরিত্যাগ করিয়া মসজিদে মসজিদে নিশি যাপন করিতেছেন—ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

وعن ابن عوف ابن مالك الاشجعى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص الا امير او مامور او مختال - رواه ابو داؤد (مشكوة)

ইবনে আওফ ইবনে মালেক আসজায়ী হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকই উপদেশ দান করে, নেতা কিংবা তাঁহার নির্দেশিত ব্যক্তি অথবা দাম্ভিক। (আবু দাউদ, মিশকাত)

ثم القص — التكلم بالقصص والاخبار والمواعظ وقيل المراد بها الخطبة خاصة والامير اى الحاكم او مامور اى ماذون بذالك من الحاكم او مامور من عند الله كبعض العلماء والاولياء او مختال اى متفخر متكبر طالب للرياسة (مرقات)

মিশকাতের শরাহ্ 'মিরকাত' এ উক্ত হাদীসের নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ উপদেশ বা নছীহত করা কেবলমাত্র নেতা বা নেতার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ ও তাহার রসূলের নির্দেশপ্রাপ্ত যথা—উলামা, আউলিয়া ইত্যাদির কাজ। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি বক্তা বা উপদেষ্টা সাজিবে সে দাম্ভিক এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনা রাখে।

নবী করীম ছাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ মোতাবেক উপদেশ দান কার্য তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমিত রহিয়াছে।

তবলীগ জামাতের জ্ঞানহীন উপদেষ্টাগণ কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ? তাহারা শাসকও নহেন, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে উপদেষ্টা বা প্রচারকও মনোনীত হন নাই, এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতেও অনুমতিপ্রাপ্ত নন। কারণ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কেবলমাত্র উলামা ও আউলিয়া কেরামের জন্যই এই কাজের অনুমতি রহিয়াছে। ফলে, তাহারা সর্বশেষ শ্রেণী অর্থাৎ ক্ষমতা-পিপাসু দাম্ভিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী অধ্যায়ে তাহাদের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে ইহার প্রমাণ দেওয়া হইবে।

তবলীগ জামাতে শামিল হইয়া বিদ্যার্জনের ক্লেশ ব্যতিরেকেই আলেমের আসনে বসা যায় এবং চল্লিশ দিনের চিল্লা করিলেই বুযুর্গানে দ্বীনের সমকক্ষ হওয়া যায়—ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতঃ তবলীগ জামাতের বহু মুবাল্লিগ বা প্রচারক আওলিয়া-ই-কেরাম ও ওলামায়ে দ্বীনের অবমাননা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না এবং দুই চারটি চিল্লা করিয়াই ওয়ারিছ-ই-নবী বা নবী ছাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবী করিয়া বসেন অথচ নবী করীমের উত্তরাধিকারী একমাত্র আলেমগণই হইতে পারেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

انما العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر - مشكوة

অর্থাৎ—আলেম সম্প্রদাই একমাত্র নবীদের (আলাইহিমুস সালাম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরাধিকারী। নবীগণ ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তাঁহারা একমাত্র এলেমের (জ্ঞানের) উত্তরাধিকারী ছিলেন। যে উহা লাভ করিয়াছে সে অমূল্য সম্পদই লাভ করিল। (মিশকাত)

ওলামায়ে কেরাম বিধর্মীদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করিবেন এবং মুসলমানদের ইসলামের বিধি নিষেধ শিক্ষা দিবেন। কিন্তু ওলামায়ে কেরামকে কাহারও উপর বল প্রয়োগ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই এবং কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপদেশ বা নছীহত শুনাইবার অধিকার দেওয়া হয় নাই।

وعن ابن مسعود قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السامة علينا وعن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا - رواه البخارى

অর্থাৎ—হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বিরতি সহকারে উপদেশ দানের দিন নির্ধারিত করিতেন, যাহাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে মাকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, উপদেশ দানে নম্রতা অবলম্বন কর, কঠোরতা অবলম্বন করিও না, সুসংবাদ দাও, ঘৃণার উদ্রেক করিও না।

উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত নবী করীমের বাণী উপেক্ষা করিয়া তবলীগ জমাতের লোকগণ মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা ও সময় সুযোগের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রচার কার্য চালাইয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা সাধারণ প্রচারকদের দোষ নয় বরং ইহা কতিপয় স্বার্থান্বেষী ও বদ আকীদাসম্পন্ন মৌলভীদের কাজ—যাহারা তবলীগের মাধ্যমে ফিতনা ফাসাদ বিস্তার করিতে চান। সাধারণ লোক কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহাদেরকে জামাতের আমীর মনোনীত করা হইবে এবং তাহাদেরকে মুবাল্লিগের বা ধর্ম প্রচারকের সার্টিফিকেট বা সনদ দেওয়া হইবে কিন্তু তাহাদেরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুবাল্লিগ বানাইয়া ও আমীর মনোনীত করিয়া যে দল সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং ফিত্না-ফাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে—এই বিষয়ে তাহারা একেবারেই অনবহিত।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই এই ফিত্না ফাসাদের খবর দিয়াছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে মানুষ মূর্খ ব্যক্তিদেরকে আমীর বা নেতা নিযুক্ত বা মনোনীত করিবে এবং মূর্খ ব্যক্তিগণ আলেমদের আসনে আসীন হইবে। নিম্নোক্ত হাদীছ লক্ষ্য করুন ঃ

اتخذ الناس رؤسا جهالا فاسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا - مشكوة

অর্থাৎ—মানুষ মূর্খদেরকে আমীর মনোনীত করিবে, উহাদেরকে (আমীরদেরকে) কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে না জানিয়াই প্রশ্নের উত্তর দিবে। ফলে নিজেরা বিভ্রান্ত বা গোমরাহ হইবে ও অপরদেরকে গোমরাহ করিবে। (মিশ্কাত) এই হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে মিশকাত শরীফের শারাহ্ মিরকাত-এ নিম্নরূপ বলা হইয়াছে ঃ—

اتخذ الناس رؤسا اى خليفة وقاضيا واماما وشيخا جهالا اى جهلة فافتوا اى اجابوا وحكموا بغير علم فضلوا اى صاروا ضالين واضلوا اى مضلين لغيرهم نعم الجهل العالم - مرقات

অর্থাৎ—মানুষ মূর্খদেরকে আমীর অর্থাৎ গভর্ণর, বিচারক, মুফতি, ইমাম এবং পীর মনোনীত করিবে। উহাদেরকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে উহার সঠিক উত্তর না জানিয়াও উত্তর দিবে। ফলে, নিজেরা গোমরাহ হইবে এবং অপরকেও গোমরাহ করিবে—এইভাবে সর্বত্র গোমরাহী ছড়াইয়া পড়িবে। (মিরকাত)

বর্তমানে ঠিক ইহাই হইতেছে। অশিক্ষিত তবলীগপন্হীরা কোন কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেদেরকে আলেম, মুফতি, ইমাম, শাইখ ইত্যাদি

মনে করিয়া হারাম হালাল ও শিরক্ বেদ্আত এর ফতোয়া দিতেছেন। এইভাবে তবলীগী জিহালত বা মূর্খতা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, প্রকৃত জ্ঞানের আলো দূরে—বহুদূরে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই কারণে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার খিলাফতকালে শামদেশ সফরকালে 'জাবিয়া' নামক স্থানে নিম্নোক্ত ভাষণ দান করিয়াছেন ঃ—

من اراد القران فليات ابيا ومن اراد ان يسال الفرائض فليات زيدا ومن اراد ان يسال الفقه فليات معاذا۔ الفاروق

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিতে চায় সে যেন উবাই-বিন কাব এর নিকট গমন করে, যে ব্যক্তি ফারায়েজ শিক্ষা করিতে চায় সে যেন যায়েদ বিন ছাবেতের নিকট গমন করে এবং যে ব্যক্তি ফিক্হ এর জ্ঞান লাভ করিতে চায় সে যেন মুয়াষ বিন জবলের নিকট গমন করে।

সাহাবা কেরামের যুগেও যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন সে বিষয়ের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দান তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। সঠিক উত্তর পাইবার জন্যই সকলেই তাঁহার নিকট গমন করিতেন। ইসলামের স্বর্ণ যুগে হযরত ওমরের এই নীতির উপর সকলেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; যাহাকে তাহাকে ওলামা ও মুফতিদের কাজ করিতে দেওয়া হইত না। যাঁহারা মাস্য়ালার উত্তর বা ফতোয়া দানের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁহারা সাধারণ শ্রেণীর লোক ছিলেন না, জ্ঞান-গরিমায় তাহারা সর্বজন স্বীকৃত ছিলেন। সাহাবা কেরামের মধ্যেও তাহাদের স্থান ছিল অতি উচ্চে—যেমন হযরত ওছমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ), হযরত মুয়াষ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবিগণ।

প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তিই অবগত আছেন যে, ইসলামের মুবাল্লিগ বা প্রচারক প্রকৃতপক্ষে রুহানী ব্যাধির সুনিপুণ ডাক্তারস্বরূপ। আনাড়ি ডাক্তার দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করাইলে রোগীকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দেওয়া বই আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিছুই নয়। অনুরূপভাবে মূর্খ বা নিম মোল্লার উপর তবলীগ বা হেদায়েতের দায়িত্বভার দেওয়া হইলে প্রকৃত ইছলাহ বা সংশোধনের বদলে জাতির ধ্বংস ও পতনই ডাকিয়া আনা হইবে। আনাড়ি ডাক্তার বা কবিরাজের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেহ ও পার্থিব জীবনকেই ধ্বংস করে কিন্তু মূর্খ বা নিম মোল্লার তবলীগ ইহলোক ও পরলোকের অমূল্য সম্পদ ঈমান ও আকীদাকে ধ্বংস করে।

প্রশ্ন ঃ কেহ কেহ তবলীগ জমাতের লোকদেরকে ওহাবী বলে, ওহাবী ও সুন্নীদের প্রকৃত পরিচয় কি? আবার কেহ কেহ বলে 'সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে শরিয়তের কতগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়ে فروعات মতবিরোধ রহিয়াছে, মৌলিক বিষয়সমূহে اصولی কোন মতবিরোধ নাই। ইহা কতটুকু সত্য? এই বিষয়ে দলিল-প্রমাণসহ আলোকপাত করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

নিবেদক—
মাষ্টার মোঃ মূসা কলিমুল্লাহ

উত্তর ঃ তবলীগ জমাতের লোক ওহাবী না সুন্নী—ইহা এই অধ্যায়ের আলোচনায় আল্লাহ্‌র ফজলে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে। ওহাবী ও সুন্নীদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে সেগুলি শরিয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং উভয় দলের মধ্যে মৌলিক বা বুনিয়াদী বিষয়েও ভীষণ মতবিরোধ রহিয়াছে। যাহারা বলেন যে, উভয় দলের মধ্যে ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহে কোন মতবিরোধ নাই তাহারা হয়তো ধর্মীয় জ্ঞানশূন্য দুনিয়াদার লোক, না হয় স্বার্থপর জানিয়া-শুনিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য প্রকৃত সত্য গোপন করিতেছেন এবং জাতির চোখে ধূলি দিতেছেন।

মিলাদ শরীফ, সালাম, কিয়াম, নিয়াজ, ফাতিহা, ওরছ, গেয়ারভী (প্রতি চাঁদের ১১ই তারিখ বড় পীর সাহেবের প্রতি ইছালে ছওয়াব করা)

ইত্যাদি বিষয়ে ওহাবী ও সুন্নীদের মধ্যে জায়েয ও না-জায়েযের যে মত বিরোধ রহিয়াছে ইহার ফলেই উম্মতে মুসলেমা চিরদিনের জন্য দুইভা বিভক্ত হয় নাই বরং ইসলামের মূল ভিত্তি তওহীদ ও রেসালতে আকীদায় মতবিরোধ হওয়ার ফলেই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এমন কতগুলি বিষয় আছে যেগুলি সুন্নীদের মতে ঈমানের অং অপরদিকে ওহাবীদের মতে সেগুলি শিরক। সুন্নীদের মতে যে সম জিনিষ ঈমানের পরিপন্থী, ওহাবীদের মতে সেগুলি ঈমানের পরিপূরক ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত মতবিরোধ ব্যতীত উভয় দলের মধ্যে আর এমন একটি বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে—যাহা একদলকে অপর দল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দেয়। তাহা হইতেছে : আম্বিয়া আলাই হিমুস সালাম ও আওলিয়ায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বত রাখা এবং তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। সুন্নীদের মতে, আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বত রাখা এবং তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের অংশ ও ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। ওহাবীদের মতে, ইহা তওহীদের পরিপন্থী ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আওলিয়ায়ে কেরামের শানে অবমাননাকর কথা বলা এবং তাঁহাদের সহিত বে-আদবী করা, সুন্নীদের মতে ঈমান নাশ করে আর ওহাবীদের মতে পূর্ণ তওহীদের পরিচয় বহন করে।

নবী, ওলি এমন কি গাওছ, খাজা প্রমুখদেরকে সুন্নী মুসলমান নিজেদের মত সাধারণ মানুষ বলিয়া গণ্য করেন না কিন্তু ওহাবীরা নবী, ওলি এমন কি হুযুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের মত সাধারণ মানুষ মনে করে। সুন্নীদের মতে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুহাব্বত পোষণ, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঈমানের মূল ও প্রকৃত তওহীদের নিদর্শন।

পক্ষান্তরে নজদী ওহাবীদের মতে, যতক্ষণ না নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কিছুনা কিছু অবমাননা করা হয় ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না ও তওহীদ কামেল হয় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাঠকবৃন্দের কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, উপরিউক্ত কাল্পনিক ও মনগড়া। তাহাদের প্রশান্তির জন্য আমি এস্থলেই ঘোষণা করিতেছি যে, নজদী ওহাবীদের আকীদাগুলির প্রমাণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পেশ করা হইবে।

প্রথমে সুন্নীদের আকীদার স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ রহিয়াছে সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ—

قال الله سبحانه و تعالى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و اصيلا - سورة الفتح

অর্থাৎ—আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, হে রসূল। আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। (হে মানুষ) যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং রসূলের প্রতি তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (সূরা ফাতহ্)

আল্লাহ্ পাক এই আয়াতের মধ্যে মানব সমাজকে রসূলে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের নির্দেশ দেন। সাহাবা কেরাম এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন। তাঁহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক জিনিষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) হুযুর পাকের শ্বশুর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সহিত অতিশয় নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেন, 'আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হউক।' হযরত ওমর (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত কাহাকেও অতি সামান্য বে-আদবী করিতে দেখিলে উন্মুক্ত তরবারি লইয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিবার জন্য উদ্যত হইতেন। তিনি একজন বাহ্যিকভাবে মুসলমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

—মূলতঃ মুনাফিককে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই 'আল-ফারূক' অর্থাৎ সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী উপাধি লাভ করেন। কারণ উক্ত মুনাফিক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ফয়সালাকে অপছন্দ করিয়াছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (কঃ) এবং অন্যান্য সাহাবা কেরামও নবী করীমের প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করিয়াছেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করিবার পর, পাত্রে যে পরিমাণ পানি অবশিষ্ট থাকিত—উহা তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতেন। তিনি মস্তক মুণ্ডন করিলে তাঁহার কেশরাশিকে তাবাররুক হিসাবে রক্ষা করিতেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) নবী করীমের কর্তিত নখকে তাবাররুক হিসাবে রক্ষা করিয়াছেন এবং মৃত্যুকালে এই অছিয়ত করিয়াছেন 'কবরে আমার মৃতদেহ রাখিবার সময় আমার চোখের মধ্যে পবিত্র নখটি রাখিয়া দিবে।'

সাহাবা কেরামের পর তাবেঈন, তাব-ই-তাবেঈন, মুজতাহেদীন, আউলিয়া ও ওলামায়ে কেরাম—প্রত্যেকেরই আচরণ তদনুরূপ ছিল। হযরত ইমাম মালিক (রহঃ) মদীনায় বসবাস করিতেন এবং সেথায় ফিক্‌হে ও হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন—কিন্তু বে-আদবীর আশংকায় তিনি কখনও সওয়ারীতে আরোহণ করেন নাই। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ সম্পর্কেও এরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত আছেঃ খলিফা হারূন রশিদের আমলে কোন এক ব্যক্তি খাবার মজলিসে ...কান কদু দেখিয়া বলিল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদু পছন্দ করিতেন।' অপর একব্যক্তি বলিয়া উঠিল, কিন্তু ইহা আমার ভাল লাগে না।' এতদ্‌শ্রবণে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) খুবই উত্তেজিত হইয়া তরবারি হাতে লইয়া বলিলেন, 'তুমি মুরতাদ্‌ অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হইয়া গিয়াছ, কারণ তুমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দের মোকাবিলায় তোমার অপছন্দ প্রকাশ করিয়াছ।' অতঃপর উক্ত ব্যক্তি তওবা করিয়া রক্ষা পাইল।

তফসীরে রুহুল বয়ানে ان كان لكم الا محمد ابا احد এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, সুলতান মাহমুদ গজনভীর খাদেম আয়াযের 'মুহাম্মদ'

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামে একটি পুত্রসন্তান ছিল। সুলতান সব সময়ই তাহাকে খুব আদবের সহিত আহ্বান করিতেন। একদা তাহার নাম না বলিয়া 'হে আয়াযের পুত্র' বলিয়া ডাকিলেন। ইহাতে আয়ায আরয করিল হুযুর! খাদেমের পুত্রের কি অপরাধ হইয়াছে, যাহার ফলে আপনি তাহার নাম না বলিয়া এইভাবে আহ্বান করিলেন?' তদুত্তরে সুলতান বলিলেন তাহার কোন অপরাধ হয় নাই, তবে আমি ওযু ব্যতীত এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করি না।'

ইসলামের প্রথম যুগ হইতেই অদ্যাবধি প্রত্যেক জামানায় আহলে সুন্নত বুযুর্গানে দ্বীনের এই ধরনের বহু আচরণ সর্বজনবিদিত। কিন্তু নজদী ওহাবিগণ আদবের স্থলে বে-আদবী, সম্মানের স্থলে অবমাননা করায় অভ্যস্থ। একজন উচ্চ মর্যাদাবান সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌র দরবারে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া ঘোষণা করেন :—

يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون -

অর্থাৎ—'হে বিশ্বাসিগণ তোমরা নবীর স্বরের মোকাবিলায় নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং তোমরা পরস্পর যেরূপ সশব্দে কথাবার্তা বল, নবীর সংগে সেইভাবে কথাবার্তা বলিও না, এরূপ করিলে, তোমাদের সমস্ত নেক আমল নষ্ট হইয়া যাইবে তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।,

সূরা—হুজুরাত

সুবহানাল্লাহ্। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবিগণও যদি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতেন তবে শুধু তাঁহাদের সিদ্দীক ও ফারুক উপাধির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত না বরং তাঁহাদের সারা জীবনের নেক আমলও বরবাদ হইয়া যাইত। এমতাবস্থায়, সেই দরবারে সর্ব সাধারণের আচরণ এইরূপ হইলে পরিণাম কতই না নিকৃষ্ট হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন ঃ—

يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
واسمعوا وللكافرين عذاب اليم - سورة البقرة

অর্থাৎ—হে মোমিনগণ! তোমরা 'রায়িনা' বলিও না বরং 'উনযুরনা' বলিও এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী মনোযোগ দিয়া শুনিও। কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। (সূরা বাকারা)

এই আয়াতের শানে নুযূল এই যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী সাহাবা কেরাম সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলে তাঁহারা 'রায়িনা ইয়া রাসূলাল্লাহ' অর্থাৎ 'হে আল্লাহের রাসূল! আমাদেরকে বুঝিবার অবকাশ দিন' বলিয়া আরয করিতেন। কিন্তু ইহুদীরা হুযূরের দরবারে হাজির হইয়া রায়িনা শব্দটি দীর্ঘস্বরে বলিয়া মনে মনে খারাপ অর্থ পোষণ করিত। (দীর্ঘস্বরে শব্দটি 'রাখাল' অর্থেও ব্যবহৃত হয়) এই কারণে আল্লাহ তায়ালা এই শব্দটির ব্যবহার হারাম করিয়া দিয়াছেন এবং উহার পরিবর্তে 'উনযুর্না' অর্থাৎ আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন' বলিতে নির্দেশ করিলেন এবং সংগে হুযূরের বাণী মনোযোগ সহকারে শুনিবার আদেশ দিয়াছেন যাহাতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই বাক্য বার বার বলিবার ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পান।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাহাবা কেরাম 'রায়িনা' শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহার করিতেন না এবং তাঁহাদের ভাষায় এই শব্দটির অর্থও খারাপ ছিল না। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক এই শব্দটি ব্যবহার করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, ইহুদীরা এই শব্দের উচ্চারণে সামান্য পরিবর্তন করিয়া মনে মনে খারাপ অর্থ পোষণ করিত। এইভাবে তাঁহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিত।

উল্লেখিত বর্ণনা হইতে হইাই প্রমাণিত হইল, যে শব্দ প্রত্যক্ষভাবে নয় বরং পরোক্ষভাবে অবমাননাকর অর্থ বহন করে, নবী করীমের শানে তাহা ব্যবহার করা আল্লাহ্ পাক কখনও বরদাশ্ত করেন না। যাহারা প্রকাশ্যে নবী করীমের শানে অবমাননাকর উক্তি করিয়াছে, অপমানজনক কথা গ্রন্থাকারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ করিয়া প্রচার করিয়াছে—আল্লাহ্ পাক তাহাদের প্রতি কিরূপ ক্রোধান্বিত হইয়াছেন—তাহা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই অতি সহজে বুঝিতে পারেন। তাহারা কি তাহাদের বাহ্যিক জ্ঞান গরিমা, নামায, রোযা, ইত্যাদির দোহাই দিয়া আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে? কখনও নহে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন যে, কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাতের কতিপয় আকিদা প্রমাণসহ উল্লেখ করা হইল এবং রসূলে পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইল।

এক্ষণে নজদী ওহাবীদের কতিপয় আকীদা ও আচরণ লক্ষ্য করুন—

وعن ابن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يا رسول الله وفى نجدنا قال اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يا رسول الله وفى نجدنا فاظنه قال فى الثالثة هناك الزلزال والفتن وبها تطلع قرن الشيطان - رواه البخارى

অর্থাৎ—বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, হে আল্লাহ্ আমাদের শাম ও ইয়েমেন দেশে বরকত দাও। উপস্থিত সাহাবা কেরাম নজ্দ দেশের জন্য পর পর তিনবার দোয়ার জন্য নিবেদন করিলে রসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, নজ্দ দেশে বহু বিবর্তন ফিত্না রহিয়াছে এবং নজ্দ হইতে শয়তানের দল বাহির হইবে।

মিশকাত শরীফেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে। নজদ প্রদেশ হইতে ফিত্না ও শয়তানের দল বাহির হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমন কি হুযুরে পাকের জীবদ্দশায় মুসলমানরূপী মুনাফিকের বে-আদবী ও গোস্তাখী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

হযরত আবু বারযা আসলামী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنى ورأيته بعينى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا فقام رجل من وراءه فقال يا محمد ما عدلت فى القسمة رجل اسود مطموم الشعر وعليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال والله لا تجدون بعدى رجلا هو اعدل منى ثم قال يخرج فى اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم من المسيح الدجال فاذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليقة. رواه النسائي - مشكوة (باب قتل اهل الردة)

অর্থাৎ, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে কিছু মাল উপস্থিত করা হইলে তিনি তাঁহার ডান ও বাম পার্শ্বে অবস্থিত লোকদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিলেন। পিছন দিকের কাহাকেও কিছু দিলেন না। পিছন দিকের একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল হে মুহাম্মদ? আপনি ন্যায্যভাবে বণ্টন করেন নাই। ঐ ব্যক্তির শরীরের রং ছিল কাল, মাথার চুল কোকড়ান ও পরণে ছিল দুইটি সাদা কাপড়। লোকটির কথা শুনিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন 'আল্লাহের শপথ? তোমরা আমার পরে আমা হইতে অধিক ন্যায়পরায়ণ লোক কাহাকেও পাইবে না।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং আরও বলিলেন 'শেষ জামানায় একটি দল বাহির হইবে, তাহারা কুরআন তেলাওয়াত করিবে কিন্তু উহার মর্ম তাদের অন্তর স্পর্শ করিবে না, এই ব্যক্তি তাহাদেরই একজন। তাহারা এমনভাবে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে যেভাবে তীর শিকারকে বিদ্ধ করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া যায়। মাথা মুণ্ডন তাহাদের বাহ্যিক নিদর্শন। এইভাবে প্রত্যেক যুগে তাহারা আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে। তাহাদের সর্বশেষে দলটি দাজ্জালের সহিত বাহির হইবে, যখন তোমরা ঐ দলটির সাক্ষাৎ পাইবে, মনে করিবে ইহারাই সৃষ্টির অধম। (নাসায়ী শরীফ, মিশকাত)

উল্লেখিত হাদীস এর আলোকে ইহাই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইল যে অপরাপর মুসলমানদের মত তাহারাও কুরআন তেলাওয়াত করিবে কিন্তু রসূলে পাকের তাযীম অন্তরে না থাকার কারণে কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ছাহেবে-কুরআন হযরত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মান মর্যাদা ধূলিসাৎ করিয়া কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করা কিরূপে সম্ভব হইবে?

বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুসারে উল্লেখিত হাদীসের মধ্যে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ইহারা মূর্তি পূজকদেরকে হত্যা না করিয়া মুসলমান-দেরকে হত্যা করিবে।

মিশকাত শরীফের মধ্যে হযরত আবু সায়ীদ খুদুরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেছেন, একদা আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূলে পাক কিছু মাল বণ্টন করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় বনি তমীম গোত্রের জুল খোয়াইছারা নামক এক ব্যক্তি হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করুন।' তদুত্তরে নবী করীম বলিলেন, ধিক! তোমার প্রতি, আমি অন্যায়চারী হইলে কে ন্যায়চারী হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তির আচরণে রাগান্বিত হইয়া নবী করীমের নিকট তাহাকে হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলেন।

তিনি হযরত ওমর (রাঃ) কে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তির আরও সহচর রহিয়াছে, তাহাদের নামায, রোযা এবং অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় তোমরা নিজেদের ইবাদতকে অতি নগণ্য মনে করিবে।'

অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে পাকের দরবারে আগমন করিল, তাহার ললাট ও মুখমণ্ডল উচ্চ, দাঁড়ি ঘন এবং মাথা মুণ্ডিত ছিল। সে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আল্লাহ্কে ভয় করুন।' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহের অবাধ্য হইলে কে আল্লাহের আনুগত্য করিবে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের মধ্যে আমাকে আমীন বা বিশ্বস্ত মনোনীত করিয়াছেন আর তোমরা আমাকে আমীন মনে কর না।' অতঃপর জনৈক সাহাবী হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন। ঐ ব্যক্তি হুযুরের দরবার হইতে চলিয়া যাওয়ার পর হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঐ ব্যক্তির বংশে একদল লোক পয়দা হইবে যাহারা কুরআন তেলাওয়াত করিবে কিন্তু তাহাদের অন্তরে কুরআনের কোন তাছীর জমিবে না। তীর যেভাবে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া যায় তাহারাও সেভাবে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে এবং মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা না করিয়া মুসলমানদেরকে হত্যা করিবে। আমি যদি তাহাদের সাক্ষাৎ পাই তবে আদ জাতিকে যেভাবে হত্যা করা হইয়াছিল তাহাদেরকেও সেভাবে হত্যা করিব।

এই হাদীস হইতে ইহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, অপর মুসলমানদের ন্যায় তাহারাও কুরআন তেলাওয়াত করিবে। কিন্তু রসূলে পাকের মাহাত্ম্য ও তা'যীম অন্তরে না থাকিবার কারণে কুরআনের সারমর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইহারাই নজদী ওহাবী। রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বে-আদবী ও গোস্তাখী করাই তাদের স্বভাব এবং হাদীস শরীফে ইহাও বিবৃত হইল যে, বাহ্যিকভাবে তাহারা খুব পরহেযগারী দেখাইবে যাহাতে সর্বসাধারণ মুসলমান তাহাদের নকল পরহেযগারী দেখিয়া প্রভাবিত ও মোহিত হয় এবং সহজেই তাহাদের অনুসরণ করে। কিন্তু বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানবান মুসলমান তাহাদের লোক-দেখান

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরহেযগারী ও কৃত্রিম আচরণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা তাহাদের বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দ্বারা সর্ব সাধারণ মুসলমানদের ঈমান আকীদা দূষিত করিতেছে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্য করুন ঃ

وعن على رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية - البخارى

অর্থাৎ, হযরত আলী (কঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন 'শেষ জামানায় আহমক ও অপরিণাম দর্শী একটি দল বাহির হইবে যাহারা খুব ভাল ভাল কথা বলিবে কিন্তু ঈমান তাহাদের অন্তরে থাকিবে না। তীর যেভাবে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া যায় তাহারাও দ্বীন হইতে সেইরূপেই বাহির হইয়া যাইবে। —বুখারী শরীফ

আল্লাহ্‌র কি মহিমা? অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক ও বে-আদবদের স্বরূপ কি সুন্দরভাবে পেশ করিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি এরশাদ করিয়াছে, তাহাদের একদল কুরআনের শিক্ষার প্রতি মানুষকে আহবান করিবে কিন্তু আমার দ্বীনের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। লক্ষ্য করুন ঃ—

وعن انس ابن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون فى امتى قوم يدعون الى كتاب الله وليسوا منا فى شئ - ابو داؤد

অর্থাৎ, হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্য হইতে একটি দল বাহির হইবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহারা মানুষকে কুরআনের দিকে ডাকিবে অথচ তাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্কই থাকিবে না।

—আবু দাউদ শরীফ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখিত বাণীসমূহ দ্বারা নিম্ন বর্ণিত কথাগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইল ঃ—

১। বে-আদব ও অবমাননাকারীর এই দলটি সর্বযুগে বিদ্যমান থাকিবে এবং হক-পন্থীদের মোকাবেলা করিবে। উহাদের সর্ব শেষ দলটি দাজ্জালের সহিত বাহির হইবে।

২। অবমাননাকারীদের যে সমস্ত নিদর্শন বা চিহ্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে—ওহাবীদের অধিকাংশের মধ্যে সেই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মাথা মুণ্ডান বা কামান শতকরা ৭৫ জন ওহাবী করিয়া থাকে।

৩। ঐ সমস্ত বে-আদবদেরকে তাহাদের নামায, রোযা ও লোক দেখানো পরহেযগারীর জন্য ভাল মনে করা ভুল। তাহাদের বে-আদবীর জন্য তাহারা রাসূলে পাকের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধম।

৪। রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে গোসতাখী ও বে-আদবীর যে ফিত্না সৃষ্টি হইয়াছে—উহার উৎপত্তিস্থল নজ্দ প্রদেশ। জুলখুয়াইছারা বনি তামীম গোত্রের লোক ছিল। নির্ভর-যোগ্য কিতাব দ্বারা প্রমাণিত যে, উহারা নজ্দী ছিল।

৫। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজ্দী ওহাবীদের অশুভ কামনা করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের অশুভ কামনা করাই সুন্নত। শুভকামনা করা দুরস্ত নহে।

৬। বে-আদবীতে অভ্যস্ত নজ্দী ওহাবীরা যতই নামায, রোযা ও কোরআন তেলাওয়াত করুক না কেন—তাহারা দু'জাহানেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

৭। অবমাননাকারী ও বে-আদবদের আচরণে রাগান্বিত হইয়া হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা কেরামের অস্ত্রধারণ করা তাহাদের পূর্ণ ঈমানের পরিচয় বহন করে। সুতরাং ওহাবীদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

হক-পন্থীদের ঈমানেরই পরিচায়ক। ইহাকে ফিত্না-ফাসাদ বলা রাসূলে করীমের শানে বে-আদবী ও গোসতাখীর দ্বার উন্মুক্ত করা বই আর কিছু নহে।

৮। বে-আদব ও গোসতাখ ব্যক্তিদের লোক দেখানো নামায, রোযা, তেলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি সৎকাজ হক-পন্থীদের তুলনায় সাধারণতঃ অধিক হইবে। এই জন্যই রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন "তোমরা নিজেদের ইবাদতকে তাহাদের ইবাদতের তুলনায় অতি তুচ্ছ গণ্য করিবে।" কিন্তু বে-আদবীর ফলে তাহাদের অন্তর ঈমানের আলো হইতে খালি থাকিবে।

৯। তাহারা বিধর্মীদের পিছনে পড়িবে না; ইসলাহ্ বা সংশোধনের নাম লইয়া শুধু মুসলমানদের মধ্যে নিজদের ফিত্না পরিচালিত করিবে এবং সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া মুসলমানদেরকে মুশরিক ও বেদাতী ফতোয়া দিয়া দ্বিধাহীনভাবে হত্যা করিবে।

১০। এই সমস্ত বে-আদব ও অবমাননাকারীরা কোরআন ও হাদীস দ্বারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিবে কিন্তু অপরিণামদর্শিতার দরুন নিজদের মনের কুমতলব প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

১১। তাহারা কোরআন ও হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবে—এই উদ্দেশ্যে যে, উহার মাধ্যমে তাহারা যেন নিজেদের জঘন্য আকীদা বা মতবাদ প্রচার করিতে পারে।

হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'রদ্দুল মোহতার'—এর মধ্যে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন, 'ওহাবী' নামক ফেরকা সেই সমস্ত লোকদের সমন্বয়ে বাহির হইয়াছে—যাহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে জঘন্যতম বে-আদবী ও মারাত্মক অশোভন আচরণ করিয়াছে ও করিতেছে। তাঁহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

كما وقع فى زماننا فى اتباع عبد الوهاب الذين
خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون

pdf By Syed Mostafa Sakib

الى الحنابلة هم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذالك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلث وثلثين ومائتين والف - شامى الجلد الاول

(আল্লামা শামী প্রসংগতঃ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও তাহার অনুসারীদের সম্পর্কে বলিতেছেন)

'আবদুল ওহাব নজদী হামলা চালাইয়া (তাহার অনুসারীদের সাহায্যে) মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করিয়া লয়। তাহারা নিজেদেরকে হাম্বলী মযহাবের অনুসারী বলিয়া পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ তাহারা বিশ্বাস করিত যে, একমাত্র তাহারাই মুসলমান, আর যাহারা তাহাদের মতবাদে বিশ্বাসী নয় তাহারা মুশরিক। তাহারা সুন্নী জমাতের বহু লোক ও আলেমকে মুশরিক ফতোয়া দিয়া হত্যা করিয়াছে। ১২৩৩ সালে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের শক্তিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দেন এবং মুসলমান মুজাহিদগণ তাহাদের উপর জয়ী হন। —শামী ১ম খণ্ড

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী অতি সংক্ষিপ্তভাবে ওহাবীদের সম্পর্কে আলোকপাত করিলেন। তাহারা তওহীদের নামে যে ফিত্না সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আহলে সুন্নতের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল উহার স্বরূপ তুলিয়া ধরিলে প্রত্যেক মুসলমানের অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন 'নজদ হইতে ফিত্না উঠিবে এবং শয়তানের দল বাহির হইবে'-তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ওহাবীরা মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করিয়া তথাকার অধিবাসী মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল। মক্কা ও মদীনা শরীফের নারী ও

কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, পুরুষদেরকে ক্রীতদাস এবং নারীদেরকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করিয়াছিল। সম্মানী ব্যক্তিবর্গকে লাঞ্ছিত করিয়া তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়াছিল। মসজিদে নববীর কালীন অর্থাৎ মূল্যবান চাদর ও ফানুস লুট করিয়া নজ্‌দ প্রদেশে লইয়া গিয়াছিল এবং উহা দ্বারা নিজেদের গৃহের শোভা বর্ধন করিয়াছিল। সাহাবা কেরাম ও আহ্‌লে বয়েত বা নবী পরিবারের মাযারসমূহ ধ্বংস করিয়াছিল। এমন কি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাযারের গম্বুজ 'গুম্‌বিদে খাদ্‌রা' কে ধ্বংস করিবার কুমতলব আঁটিয়াছিল—কিন্তু যে ব্যক্তি এই কুমতলব চরিতার্থ করিবার জন্য সেথায় উপস্থিত হইয়াছিল—আল্লাহ তায়ালা তাহাকে একটি বিষধর সর্পের দংশনে হালাক করিয়া দিলেন। ইহা হুযুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অলৌকিক ক্ষমতা। অতঃপর কাহারও এই কাজ করিবার দুঃসাহস হয় নাই।

(সাইফুল জাব্বার, বাওয়ারিকে মোহাম্মদিয়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।)

এ পর্যন্ত নজদী ওহাবীদের কার্যকলাপ আংশিকভাবে বিবৃত হইল। কিন্তু তাহাদের আকীদা বা মতবাদ ও ধর্মীয় মূলনীতিগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা অতি প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে তাহাদের রচিত কিতাবাদির উদ্ধৃতি সহকারে সেগুলি আলোচনা করা হইবে এবং তবলীগ জমাত সুন্নী না ওহাবী —তাহাদের নেতৃবৃন্দের গ্রন্থাবলী হইতে ইহার সঠিক জবাব পাওয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন : মাওলানা ইসমাইল দেহলভী—যাহাকে তবলীগ জমাতের লোক শহীদ বলিয়া থাকেন, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আশরফ আলী থানবী এবং মাওলানা ইলিয়াস কান্দিলভী—ইঁহাদের নাম তবলীগ জমাতের লোক খুব আদব ও সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ইঁহাদের লিখিত কিতাবাদি অথবা ইঁহাদের ভক্ত মৌলভীদের রচিত কিতাবাদি নিজেরা পড়েন এবং অপরকে পড়িতে দেন। ঐ সমস্ত কিতাবের বর্ণনা অনুসারে ওয়াজ নছীহত করেন। -প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত মাওলানার আকীদা বা মতবাদ কি ? বরাতসহ উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদক—

হাফেজ মুযাফফর হোসেন

উত্তর : উল্লেখিত মাওলানা সাহেবদের সম্পর্কে নিজ তরফ হইতে কিছু না বলিয়া শুধু তাহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতিসমূহ উল্লেখ করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, তাহারা কি আকাদা বা মতবাদ পোষণ করিতেন এবং তাহারা কি ওহাবী ছিলেন না সুন্নী ?

মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হিজরী ১৩০০ শতকের প্রথম দিকে ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর নেতৃত্বে ওহাবী ফেরকা সক্রিয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার পূর্বে ওহাবীদের কোন সংঘবদ্ধ দল ছিল না। আবদুল ওহাব ও তদীয় পুত্র মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীদেরকেই ওহাবী বলা হয়। আবদুল ওহাব নজদী 'কিতাবুত তাওহীদ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে। ইহার মধ্যে সে আল্লাহের প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনকে অতি জঘন্য ভাষায় অবমাননা করে। আম্বিয়া ও আওলিয়া-ই-কেরামের ওসিলা (মাধ্যম) ধরা, তাঁহাদের তাযীম বা সম্মান করা, তাহাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি শিরক। দরুদ, ফাতিহা, সালাম, কিয়াম ইত্যাদি বিদআত ও হারাম বলিয়া

উল্লেখ করে। মোট কথা, তাওহীদ নামকরণ করিয়া কিতাবের মধ্যে এমন কতকগুলি কথা বর্ণনা করে যাহার ফলে, সমস্ত মুসলমান এবং আওলিয়া, ওলামা, আয়িম্মা ই কেরাম এমন কি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামও শিরক ও বিদআতের শিকারে পরিণত হন।

মৌঃ ইসমাইল দেহলভী আরবী ভাষায় লিখিত কিতাবুত তাওহীদের মর্মানুসারে উর্দু ভাষায় 'তাকভিয়াতুল ঈমান' নামক একটি কিতাব রচনা করেন এবং উহা অসংখ্য পরিমাণে ছাপাইয়া ইংরেজদের আমলে সারা ভারবর্ষে বিনা মূল্যে বণ্টন করিয়া দেন। ফলে, যে মুসলমান জাতি সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিল তাহারা সুন্নী ওহাবীর ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া পড়িল। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে এমন কি প্রত্যেক ঘরে ঘরে সুন্নী ও ওহাবীর ঝগড়ার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া কোটি কোটি মুসলমানকে গোলাম বানাইয়া রাখিল।

যে জাতির ভয়ে সারা দুনিয়া কম্পিত ছিল ইহারই ফলে, আজ সেই জাতি পর মুখাপেক্ষী, অপমানিত ও লাঞ্ছিত।

এই বার ইসমাঈল দেহলভী রচিত 'তাকভিয়াতুল ঈমান' এর কতিপয় এবারত লক্ষ্য করুন–

اس بات میں اولیا اور انبیاء میں اور جن
و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ فرق
نہیں۔ صفحہ ۶

بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہیں۔ عجز میں
برابر۔ صفحہ ۷

ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے
آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ صفحہ ۱۱

کسی ولی و نبی کو جن و فرشتے کو پیر و شہید کو
امام و امام زادے کو بھوت و پری کو اللہ صاحب نے
یہ طاقت نہیں بخشی۔ صفحہ ۱۵۰

অর্থাৎ, 'এই বিষয়ে আওলিয়া ও আম্বিয়ার মধ্যে, জিন ও শয়তানের মধ্যে এবং ভুত ও পরীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।'—পৃঃ ৬নং

'এই বিষয়ে ছোট বড় সমস্ত বান্দাই অক্ষম, অক্ষমতায় এক সমান।' পৃঃ—৭

'বড় ছোট সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র শানের মোকাবেলায় চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট।' পৃঃ—১১

'কোন নবী অলিকে, জিন ফেরেশতাকে, পীর শহীদকে, ইমাম ইমাম জাদাকে ও ভুত পরীকে আল্লাহ্‌ পাক এই ক্ষমতা দান করেন নাই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উদ্ধৃত কথাগুলি কি এমন একজন মুসলমানের হইতে পারে—যাহার অন্তরে নবী ওলীদের এতটুকু সম্মান বা তাজীম আছে? কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় 'এই বিষয়ে আপনার পিতা ও ভূত, পরী ও শয়তানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, অথবা আপনার গুরু ও ভূতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই অথবা আপনার পীর মুরশেদ ও ভূতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, উল্লেখিত উক্তিগুলিতে পিতার, গুরুর ও পীর মুরশেদের অবমাননা হইতেছে কি না? আল্লাহ্‌ পাক যাঁহাদেরকে সুষ্ঠু বিবেক বুদ্ধি দান করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, অবমাননা হইয়াছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, 'তাকভিয়াতুল ঈমান' বর্ণিত উক্তিগুলির মাধ্যমে ইসমাঈল দেহলভী সাহেব নবী ওলীদের অপমান ও অবমাননা করিয়াছেন কি না? অবশ্যই করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌ তায়ালা কোরআনে পাকে এরশাদ করেন ঃ

'জ্ঞানবান ও মূর্খ এক সমান নহে।'

'চক্ষুষ্মান ও অন্ধ এবং আলো ও অন্ধকার এক সমান নহে।'

'জান্নাতবাসী ও দোযখবাসী এক সমান নহে।'

কিন্তু ইসমাঈল দেহলভী সাহেব বলেন 'ইহাতে ছোট বড়, নবী ওলী, শয়তান ও ভূত প্রেতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাহারা ইসমাঈল দেহলভী সাহেবকে মান্য করিয়া চলেন তাহাদের নিকট যদি বলা হয় 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে ইসমাঈল দেহলভী সাহেব ও অভিশপ্ত শয়তানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং সৃষ্ট জীব হিসাবে ইসমাঈল সাহেব ও

মৃত-পরীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—তবে তাহারা ধৈর্যহারা হইয়া পড়িবেন। কারণ, ইহাতে ইসমাঈল সাহেবকে অবমাননা করা হইয়াছে। ঠিক একইরূপ বাক্যই ইসমাঈল দেহলভী সাহেব নবী-ওলীদের শানে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদেরকে চরমভাবে অপমান ও অবমাননা করিয়াছেন।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, কি উদ্দেশ্যে তিনি নবী-ওলীদেরকে অবমাননা করিয়াছেন? তদুত্তরে আমি বলিতে চাই যে, যে ব্যক্তি হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে তাঁহার সহিত বে-আদবী করিয়াছিল—যাহার ফলে হযরত ওমর (রাঃ) উন্মুক্ত তরবারি লইয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—তাহারই বা উদ্দেশ্য কি ছিল?

আম্বিয়া ও আওলিয়া-ই-কেরামদের অবমাননার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ মুসলমানগণ যেন আল্লাহের মনোনীত বান্দাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান না দেখায়, তাঁহাদেরকে অতি সাধারণ ও অসহায় সৃষ্টিরূপে গণ্য করে। এক কথায় সাধারণ মুসলমানদের অন্তর হইতে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের মান মর্যাদাবোধ লাঘব করাই ওহাবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মৌঃ ইসমাঈল সাহেব ইহাই 'তাকভিয়াতুল ঈমানের' ৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন:

جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں - رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا - صفحہ ۳۱/۳۳

অর্থাৎ যাহার নাম মোহাম্মদ অথবা আলী, তাহার কোন কিছুরই ইখতিয়ার নাই, পৃঃ ৩১। রসূল চাহিলে কোন কিছুই হয় না, অর্থাৎ রসূল কোন কিছু কামনা করিলেও তাহা বাস্তবায়িত হয় না।—পৃঃ ৪০

انسان آپسمیں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے ..... جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب

pdf By Syed Mostafa Sakib

انسان هی هیں اور بندے عاجز اور همارے بهائی
مگر ان کو الله نے بڑائی دی وه بڑے بهائی هوے
صفحه ۶۰

অর্থাৎ, মানুষ পরস্পর ভাই ভাই, বড় বুযুর্গ বড় ভাই, সুতরাং তাহাকে বড় ভাই এর মত সম্মান করিবে। আল্লাহের মনোনীত বান্দাগণ মানুষই ছিলেন এবং সমস্ত বান্দাই অক্ষম ও আমাদের ভাই, আল্লাহ্ তাহাদেরকে বড় করিয়াছেন তাই তাহারা আমাদের বড় ভাই।

ইসমাঈল দেহলভী সাহেব উল্লেখিত উক্তিগুলিতে ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যত বড় বুযুর্গই হউক না কেন এমন কি নবীকুলের সরদার আল্লাহ্‌র মাহবুব হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও বড় ভাই এর মত সম্মান করা উচিৎ—তদপেক্ষা বেশী নহে। তিনি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন পন্হায় নিজ বিদ্যার বহর দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। অথচ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ—

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه
امهاته لهم -

এই আয়াতে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার হাবীব মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুমিনদের জীবনের মালিক ও নবী করীমের বিবিদেরকে মুমিনদের 'মা' বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু ওহাবীগণ হুযুরে পাককে বড় ভাই-এর মর্যাদা অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দিতে রাযী নহে। অধিক মর্যাদা দান তাহাদের তওহীদের বরখেলাফ বা পরিপন্হী।

তাকভিয়াতুল ঈমানের ৪৭ পৃষ্ঠায় নবী করিমের তারিফ বা প্রশংসা প্রসংগে বলেন ঃ

اور جو بشرکی سی تعریف هو سو هی کرو سو اسمیں
بهی اختصار هی کرو-

"মানুষের যেরূপ প্রশংসা সেরূপই করিবে বরং তাহাতেও সংক্ষেপ করিবে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

লক্ষ্য করিয়া দেখুন—ওহাবীদের তাওহীদ! একজন সাধারণ মানুষের যেরূপ প্রশংসা করা হয়—রসূলে পাকের তদপেক্ষা অধিক প্রশংসা করা অবাঞ্ছনীয়। রসূলে পাকের প্রশংসা মোখতাছারভাবে (সংক্ষিপ্তভাবে) করিতে হইবে। ইহাই ইসমাঈল সাহেবের অভিমত।

ভাই মুসলমানগণ! যে সব গুণ উল্লেখ করিয়া মানুষের তারিফ করা হয় শুধুমাত্র সেইগুলি দ্বারা রসূলে পাকের প্রশংসা করাই কি তাঁহার ভালবাসার নিদর্শন! কেবল তাহাই নহে, অন্যান্য মানুষের তারিফ প্রসংগে যেসব গুণ বর্ণনা করা হয় রসূলে পাকের তারিফ প্রসংগে তদপেক্ষা কম গুণাবলী বর্ণনা করাই ইসমাঈল দেহলভীর মতে উত্তম। ইহা কি খোলাখুলিভাবে রসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা নহে? কোন একজন বাদশাহ্‌কে শুধুমাত্র 'মানুষ' বলিলে ইহা তাঁহার মান-মর্যাদার খেলাফ হইয়া পড়ে, এমনকি উস্তাদ ও পীর মুরশিদকে কেবলমাত্র মানুষ বলিলে ইহাতে তাহাদের মান-মর্যাদা লাঘব হয়—এমতাবস্থায় সর্ব সৃষ্টির সরা আল্লাহর প্রিয়তম হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে 'মানুষ' শব্দটির ব্যবহারই কি যথেষ্ট? বরং ইহা তাঁহার প্রতি অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইসমাঈল দেহলভী সাহেব সম্ভবত লক্ষ্য করেন নাই যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার হাবীবের প্রশংসা কোরআন শরীফে কিভাবে করিয়াছেন :—

'বিশ্ব জগতের প্রতি রহমত'

'বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী'

'নুবওত ঘোষণার পর হইতেই কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানব জাতির রসূল'

'সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী'

এই ধরনের অসংখ্য গুণাবলী আল-কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জাতীয় গুণাবলী কি অন্যান্য মানুষের গুণাবলীর ন্যায়? ওহাবীদের দৃষ্টিতে কি এমন মানুষ আছে যাহাকে এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত করা যায়? যাহারা আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বড় ভাই-এর সমতুল্য গণ্য করে ও অন্যান্য মানুষের প্রশংসার ন্যায় বরং অপেক্ষা

কৃত কম প্রশংসা করিতে বলে—তাহারা অবশ্যই প্রকাশ্যে হুযূরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা করে। কোন ঈমানদার রসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহার প্রশংসা কম করিতে কখনও প্রস্তুত হইবে না। পূর্ববর্তী জামানার কাফেরগণ তাহাদের নিকট প্রেরিত নবীদেরকে নিজদের সমপর্যায়ের মানুষ মনে করিত, কোরআনে পাকের বহু আয়াতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

আল্লাহ্ তায়ালা আম্বিয়া-ই-কেরামকে মানুষের আকৃতিতেই এই ধরায় পাঠাইয়াছেন; কিন্তু তাহাদের এমন সব গুণ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে যাহা একমাত্র আম্বিয়া-ই-কেরাম ব্যতীত অন্য কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহারা মানুষই ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণ মানবমণ্ডলীর পর্যায়ভুক্ত নহেন। বিশ্ববাসীকে সঠিক পথের নির্দেশ দানের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাদেরকে মানুষের আকৃতিতে—মানুষ হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদেরকে 'মানুষ' বলিয়া আখ্যায়িত করিবার অনুমতি দেন নাই।

অথচ ওহাবীদের নেতা মৌঃ ইসমাঈল দেহলভীর মতে, অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা আম্বিয়া-ই-কেরামের প্রশংসা কম করা উচিৎ!

ইসমাঈল দেহলভী তাকভিয়াতুল ঈমানের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেন :—

جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار
سو ان معنوں کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے -

অর্থাৎ, গ্রামের জমিদার ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চৌধুরীর যেইরূপ মর্যাদা রহিয়াছে ঠিক এই অর্থেই প্রত্যেক পয়গম্বর নিজ নিজ জাতির নিকট মর্যাদাবান। ভাই মুসলমানগণ। নবীকুল শিরোমণি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা একজন গ্রাম্য জমিদার অথবা চৌধুরীর মর্যাদার ন্যায়—এই কথা কোন ঈমানদার কি কখনও কল্পনা করিতে পারে? পয়গাম্বর তো দূরের কথা ঈমানদার মাত্রই একজন গাওছ অথবা কুতুবের

সপ্তরাজ্যের শাহেনশাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ওহাবীরা আল্লাহের প্রিয়তম নবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজন জমিদার ও চৌধুরীর ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন।

শুধু ইহাই নহে, আম্বিয়া ও আওলিয়া-ই-কেরামের মান-মর্যাদা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে অন্যত্র দেহলভী সাহেব লিখেন—

جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کریگا خواہ قبر میں خواہ آخرت میں ان سواس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا - صفحہ ۲۰

অর্থাৎ, 'দুনিয়ায়, কবরে অথবা আখেরাতে আল্লাহ্ তায়ালা নিজ বান্দাদের সহিত যাহা কিছু আচরণ করিবেন তাহা সকলের নিকট রহস্যাবৃত—কোন নবী বা ওলী নিজের অথবা অপরের হাল-হাকীকত সম্পর্কে অবগত নহে।'

আম্বিয়া ও আওলিয়া-ই-কেরামদের সহিত ওহাবীদের আচরণ লক্ষ্য করুন। তাহারা আম্বিয়া ও আওলিয়া-ই-কেরামকে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিবেন—সে সম্পর্কে তাঁহাদেরকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও বে-খবর মনে করেন অথচ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার প্রিয় ও মনোনীত বান্দাদেরকে দুনিয়া-আখেরাত, কবর-হাশর, জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কিত বহু আচরণের জ্ঞান দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন 'হে প্রিয় নবী; আপনার জন্য পরলোক ইহলোক অপেক্ষা শ্রেয়, শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অপরিমিত দান করিবেন; ফলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।

—সূরা দোহা

সাইয়্যেদুল মুফাস্সিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলে পাক এরশাদ করেন, আমার একজন উম্মতও যদি জাহান্নামে থাকে আমি সন্তুষ্ট হইব না।'—

(তফসীরে খাযিন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতদ্ব্যতীত এই মর্মে বহু হাদীস রহিয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার উম্মতের সহিত আল্লাহু তায়ালা কিরূপ আচরণ করিবেন, কবরে ঈমানদারদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে এবং কাফেরদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে পুল-সিরাত ও কিয়ামতের ময়দানে কাহার সহিত কিরূপ আচরণ করা হইবে ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে বিভিন্ন স্থানে বিবৃত রহিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সম্পর্কে বলিয়াছেন 'কিয়ামতের দিন আমি সমস্ত বনী আদমের সর্দার হইব এবং আমি সর্বপ্রথম কবর হইতে উঠিব ও সকলের আগে আমার সুপারিশ কার্য শুরু হইবে। (মুসলিম শরীফ)

তিনি আরও বলিয়াছেন, সকল নবীর উম্মত হইতে আমার উম্মত অধিক হইবে এবং আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় হাজির হইব।

—(মুসলিম শরীফ)

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজা খুলিব জান্নাতের প্রহরী 'রিদওয়ান' আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে আমি বলিব 'আমি মোহাম্মদ'। নাম শুনিয়া 'রিদওয়ান' বলিবে সর্বপ্রথম আপনাকে প্রবেশ করাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সুবহানাল্লাহ্! ইহাই নবী করীমের শান !

তখ্ত ও মুকুট তোমারই শোভন,
উভয় লোকে তোমারই শাসন।

এই ধরনের অসংখ্য হাদীস থাকা সত্ত্বেও ইসমাঈল দেহলভী কিভাবে এমন দুঃসাহস করিলেন যে, নবী ও ওলীগণ পরের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া তো দূরের কথা, নিজের অবস্থা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নহেন। এহেন উক্তি দ্বারা মোঃ ইলিয়াস সাহেব নবী করীমের মান-মর্যাদা এক তিল পরিমাণও লাঘব করিতে পারেন নাই বরং তিনি নিজ কলুষিত মানের পরিচয়ই দিলেন।

মোঃ ইসমাঈল দেহলভী 'তাকভিয়াতুল ঈমান'-এর ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—

ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے
چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے — صفحہ ۱۱

অর্থাৎ, 'ছোট বা বড় প্রত্যেক সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র শানের মোকাবিলায় চামার অপেক্ষা নিকৃষ্ট।'

ভাই মুসলমানগণ! এহেন উক্তিতে ঈমানদারের মন অবশ্যই কাঁপিয়া উঠে। সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা বড় হইতেছেন আম্বিয়া-ই-কেরাম। বড় সৃষ্টির দ্বারা ওহাবী মৌলভী সাহেবও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিতেছেন তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট (শানের মোকাবেলায়) চামার হইতেও অতি নিকৃষ্ট।

এখন চিন্তার করিবার বিষয় এই যে, এই ধরনের কথা কোন ঈমানদারের মুখ অথবা কলম দ্বারা কি প্রকাশ হইতে পারে? কক্ষণও না। এই কথাটি ঐ কিতাবের ৪২ পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

سب انبیاء اور اولیا اس کے روبرو ایک ذرہ
نا چیز سے بھی کمتر ہیں - صفحہ ۴۲

অর্থাৎ, 'সমস্ত নবী ও ওলী তাহার (আল্লাহের) সম্মুখে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা অপেক্ষা তুচ্ছ?'

আহ্‌লে সুন্নতের (সুন্নীদের) আকীদা এই যে, আল্লাহ্‌ বাদশাহ্‌ স্বরূপ এবং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার ওযীর স্বরূপ কিন্তু ওহাবী মৌলভী বলিয়াছেন 'রসূল চামার হইতেও অধম ও হীন কণা অপেক্ষাও হীনতর।

উল্লেখিত এবারতগুলিই ইসমাঈল দেহলভীর ঈমান ও আকীদার সঠিক পরিচয় বহন করে। নবী ও ওলীদের শানে তিনি কি সাহাবা-ই-কেরামের ন্যায় আদব ও সম্মানের পরিচয় দিয়াছেন, না নজদী ওহাবীদের ন্যায় অবমাননার পরিচয় দিয়েছেন—তাহা সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন।

আহলে সুন্নতের আকীদা এই যে, রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী। অর্থাৎ তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে সশরীরে জীবিতাবস্থায় রহিয়াছেন। কিন্তু ইসমাঈল দেহলভী সাহেব তাকভিয়াতুল ঈমানের একস্থানে একটি হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—

میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملجاونگا

অর্থাৎ—(নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন) 'আমিও একদিন মরিয়া মাটিতে পরিণত হইব।'

ছহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা নবীগণের পবিত্র দেহ মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। 'আল্লাহের নবী জীবিত, তাঁহাকে জীবিকা বা রিজ্‌ক দেওয়া হয়।'—এই ধরনের বহু হাদীস উপেক্ষা করিয়া ইসমাঈল দেহলভী সাহেব আল্লাহের মনোনীত বান্দা আম্বিয়া-ই-কেরামকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তরের প্রকৃত রূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্তরের কালিমা গোপন রাখিয়া, ওহাবীগণ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায, রোযা, তস্‌বীহ-তাহলীল কতই না কিছু করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্তরের কালিমা আর কতদিন গোপন রাখা যায়। অবশেষে ইসমাঈল দেহলভী সাহেব তওহীদে কামেলের বর্ণনা প্রসংগে উহা ব্যক্ত করিয়াই ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

جس کی توحید کامل ہے اس کا گناہ وہ کام کرتا ہے کہ اوروں کی عبادت وہ کام نہیں کر سکتی -

تقویۃ - صفحہ ۱۰

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি তওহীদে কামেলের অধিকারী তাহার গোনাহ অন্যের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়।

পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ওহাবীদের তওহীদ ততক্ষণ পূর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ না তাহারা নবী ও ওলীদের শানে বে-আদবী ও অবমাননা করে। এক্ষণে ইসমাঈল দেহলভী সাহেব বে-আদবীর পুরস্কারস্বরূপ সুসংবাদ দিতেছেন যে, যাহার বে-আদবী করিয়া পূর্ণ তওহীদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা দুষ্কর্ম করিতে ও হারাম খাইতে পারিবে। কেননা তাহাদের তওহীদ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের এই সমস্ত

গুনাহ অন্যের এবাদত অপেক্ষা শ্রেয়। এই কারণেই বোধ হয়, ছোট হইতে বড়—ওহাবীদের অধিকাংশ লোকই সময় ও সুযোগ মত গোনাহের কাজ করিতে দ্বিধা করেন না।

এই প্রসংগে ইসমাঈল দেহলভী সাহেব আরও বলেন ঃ

فاسق موحد ہزار درجہ بہتر ہے متقی مشرک سے - ص۰۱

অর্থাৎ, 'তওহীদপন্হী ফাসেক, মুশরিক মুত্তাকী অপেক্ষা হাজারগুণে ভাল।'

মনে হয়, ওহাবীদের মতে, ফাসেকী দ্বারা তওহীদের কোন ক্ষতি হয় না এবং মুশরিকও মুত্তাকী হইতে পারে।

কেহ এই কথা মনে করিবেন না যে, ইসমাঈল দেহলভী সাহেব নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে মান্য করিতে নিষেধ করেন নাই। মান্য করা তো দূরের কথা সালাত বা নামাযের মধ্যে তাঁহার আসল বা গুণবাচক নাম উল্লেখিত হইলে তাঁহার প্রতি খেয়াল করাও শিরক বলিয়াছেন। লক্ষ্য করুন ঃ—

صرف همت بسوئے شیخ و امثال آں از معظمین گو کہ جناب رسالتمآب باشند بچندیں مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤخر خود است کہ خیال آں با تعظیم و اجلال بسویدائے دل انسان می چسپد بخلاف خیال گاؤخر۔

অর্থাৎ, পীর, মুরশিদ অথবা অন্যান্য যে কোন বুযুর্গের প্রতি এমন কি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি খেয়াল করা নিজের গরু গাধার প্রতি খেয়াল করা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কারণ, প্রথমোক্ত খেয়াল সম্মান বা তাজীম বিজড়িত, দ্বিতীয়টি নহে।—নাউযুবিল্লাহ

—সিরাতে মুসতাকীম, পৃঃ ৯৫

এইবার দেখুন! নামাযের মধ্যে রসূলে পাকের প্রতি মনোনিবেশ করা ও তাঁহার প্রতি খেয়াল করা খুবই দরকারী; কেননা التحیات আত্তাহিয়্যাতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যে তাঁহার প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত আরয করা হয়। যাহার প্রতি সালাম আরয করিবে তাঁহারই প্রতি খেয়াল বা লক্ষ্য করিতে হয়, অন্যের প্রতি নহে। এই প্রসংগে ইমাম গাযালী রহমতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন ঃ

واحضر فى قلبك النبى صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقل سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته وليصدق املك فى انه يبلغه ويرد عليك ما هو ادفى منه۔ احياء العلوم

অর্থাৎ, 'তুমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজ মনে হাযির করিবে এবং তাঁহার সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিবে— হে নবী। আপনার প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল হউক। অতঃপর বিশ্বাস রাখিবে যে, এই সালাম হুযুরে পাকের দরবারে পৌঁছিয়াছে এবং তিনি তদপেক্ষা অধিক মংগল কামনা করিয়া উত্তর দিতেছেন।

—সুবাহানাল্লাহ্!

আল্লাহ্ কত মহান। তিনি কলেমা, আযান, ইকামত এমন কি নামাযের মধ্যেও নিজ পবিত্র নামের সহিত রসূলে পাকের নামকে জড়িত করিয়া তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মরণ ঈমানদারের মনে প্রশান্তি দান করে। কিন্তু নজদী ওহাবীদের নিকট রসূলে পাকের স্মরণ বা খেয়াল গরু-গাধার খেয়াল অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।—আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহী

মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী ওহাবীদের প্রথম নেতা এবং মৌঃ রশিদ আহমদ গাংগুহী হইলেন তাহাদের দ্বিতীয় নেতা। ওহাবীদের মধ্যে ইনি খুব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং, তাঁহার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আলোচনার অবতারণা করিব। অবশ্য এস্থলে তাঁহার ও তাঁহার ভক্ত মৌলভীদের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি পেশ করিব—যাহাতে পাঠকবৃন্দ অতি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি এবং তাঁহার ভক্তগণ কোন্ মতবাদের অনুসারী ও তাহাদের আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস কি ছিল?

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ওহাবীদের নেতা ছিলেন। তাহার সম্পর্কে মৌঃ রশিদ আহমদ গাংগুহী সাহেব খুব ভাল ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ 'ফতুয়া-ই-রাশিদিয়া'-এর ২৩৭ পৃষ্ঠায় তিনি ফরমাইতেছেন :—

محمد بن عبد الوهاب کو لوگ وهابی کہتے ہیں
وہ اچھا آدمی تھا سنا ہے کہ مذهب حنبلی رکھتا
تھا اور عامل بالحدیث تھا بدعت وشرک سے
روکتا تھا مگر تشدد اسکے مزاج میں تھی۔

'মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে মানুষ ওহাবী বলে, সে ভাল লোক ছিল, শুনিয়াছি সে হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিল এবং হাদীস মোতাবেক আমল করিত।'

উক্ত কিতাবের ৯৬ পৃষ্ঠায় ওহাবী মযহব সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন :

اس وقت اور ان اطراف میں وهابی متبع
سنت اور دیندار کو کہتے ہے۔

'আজকাল এবং এতদ্দেশে শরিয়তের অনুসারী এবং দ্বীনদারকে ওহাবী বলা হয়।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইনি হইতেছেন সেই মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী যিনি রসুলে পাকের (দঃ) অবমাননাকারীদেরকে লইয়া দল গঠন করিয়া মক্কা মদীনায় আক্রমণ চালাইয়াছেন, মক্কা মদীনার অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছেন, প্রকাশ্য দিবালোকে মা-বোনদের মান-ইজ্জত হানি করিয়াছেন এবং রসুলে পাকের (দঃ) রওজা মোবারকের ফরশ, মূল্যবান চাদর ও জাড়-ফানুস লুঠ করিয়া নজদে লইয়া গিয়াছেন এবং যাহার রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুত তওহীদ' অদ্যাবধি এতদ্দেশে ওহাবী সুন্নী ঝগড়ার খোরাক যোগাইতেছে। তাহার সম্পর্কে মৌঃ রশিদ আহমদ সাহেব বলেন 'মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব-এর মতবাদ অতি উৎকৃষ্ট এবং তাহার অনুসারিগণ খুব ভাল লোক।' ফতুয়ায়ে রশিদিয়ার তৃতীয় খণ্ডে তিনি আরও বলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে লোকে ওহাবী বলে, সে একজন ভাল লোক ছিল। তাহার মযহব ছিল হাম্বলী। সে হাদীস মোতাবেক আমল করিত এবং মানুষকে শিরক বেদআত হইতে বারণ করিত।

পাঠকবৃন্দ হয়তো মনে করিবেন যে, যে ব্যক্তি হাদীস মোতাবেক আমল করে ও শিরক বেদআত হইতে নিষেধ করে সে তো অবশ্যই ভাল লোক। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, কারণ শিরক বেদআতের সংজ্ঞা তাহাদের ভিন্নরূপ। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে শিরক বেদআতের যে সংজ্ঞা রহিয়াছে—তাহাদের নিকট শিরক-বেদআতের সংজ্ঞা তাহা নহে।

নিম্নে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর রচিত গ্রন্থের কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি যদ্দ্বারা পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কি বাস্তবিকই হাদীস মোতাবেক আমল করিতেন এবং শিরক-বেদআত হইতে মানুষকে নিষেধ করিতেন ?

فواحد يعبد النبى ومتبعيه حيث يعتقدهم شفعاءه
واوليائه وهذا اقبح انواع الشرك - كتاب التوحيد

অর্থাৎ 'কেহ নবী ও তাঁহার অনুসারীদের ইবাদত করে এই ভাবে যে—তাঁহাদেরকে অভিভাবক ও সুপারিশকারী মনে করে। ইহাই অতি জঘন্য শিরক।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

এইবার চিন্তা করুন, আম্বিয়া কেরাম আমাদের সুপারিশ করিবেন— এই বিশ্বাস রাখা ওহাবীদের মতে অতি জঘন্য শিরক। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এবং অসংখ্য হাদীসের মধ্যে সুপারিশ করিবার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু নজদী ওহাবীরা তাহা মানে না বরং ইহাকে বড় শিরক মনে করে।

কিতাবুত তওহীদে তিনি আরও বলেন :

ان من اعتقد النبی وغیرہ ولیہ فھو وابو جھل فی الشرک سواء۔

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নবী ও অন্যান্যকে নিজের অভিভাবক মনে করে সে এবং আবু জেহেল মুশরিক হিসাবে এক সমান অর্থাৎ একই পর্যায়ের মুশরিক।

চাকর মনিবকে, স্ত্রী স্বামীকে. কন্যা পিতাকে, প্রজা বাদশাহকে— এইভাবে সারা দুনিয়ায় অভিভাবক মানার রীতি নীতি রহিয়াছে, এমন কি ওহাবীরাও এইরূপ অভিভাবক মানিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমাগণ যদি আল্লাহের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের অভিভাবক মনে করেন—তাহা হইলে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও তাহার অনুসারীদের মতে তাহারা আবু জেহেলের মত মুশরিক হইয়া যাইবে।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন :

انما ولیکم اللہ ورسولہ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ্ এবং তাহার রসুল তোমাদের অভিভাবক।

যাহারা সুন্নী ওহাবী ঝগড়াকে শরিয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ের ঝগড়া বলিয়া থাকেন, তাহাদেরকে একটু লক্ষ্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলকে অভিভাবক মনে করা শরিয়তের আনুষঙ্গিক বিষয় না মৌলিক বিষয়? সুন্নীদের মতে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলকে অভিভাবক মনে করা শরিয়তের মৌলিক ও আবশ্যকীয় বিষয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবীদের মতে, আল্লাহের রসূলকে অভিভাবক মনে করা শিরক; যেমন তেমন শিরক নয়, আবূ জেহেলের শিরক এর মত জঘন্যতম শিরক।

ওহাবীদের মান্যবর নেতা মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর কিতাবুত তওহীদের আরেকটি এবারত লক্ষ্য করুন ঃ

ان السفر الى قبر محمد ـــ شرك اكبر.

নবী ও ওলীদের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ও উপাস্য ভূতের উদ্দেশ্যে সফর করা শিরক।

অর্থাৎ, নবী করীমের পবিত্র রওযা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা মুশরিকের কাজ।

পাঠকবৃন্দ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে মৌঃ রশিদ আহমদ গাংগুহী যিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে হাদীস মোতাবেক আমলকারী শিরক-বিদআত হইতে নিষেধকারী বলিয়া তারিফ করিয়াছেন তাহার কি অর্থ? মৌঃ রশিদ আহমদের মতে, যে ব্যক্তি নবী ও ওলীদের শানে বে-আদবী ও অবমাননাকর উক্তি করিতে পারে সেই হাদীস মোতাবেক আমলকারী ও শিরক-বিদআত হইতে নিষেধকারী। যে-ব্যক্তি দরূদ ও সালাম, আম্বিয়া ও আওলিয়া কেরামের তাজিমের শত্রু, সে-ই তাহার মতে সুন্নতের প্রকৃত অনুসারী অর্থাৎ গোড়া খাঁটি ওহাবীই তাহর মতে প্রকৃত মুসলমান। তিনি ফতোয়া রাশিদিয়ার ২য় খন্ড ১১ পৃষ্ঠায় তাহার সমসাময়িক ওহাবীদের গুণ কীর্তন করিয়া বলেন ঃ বর্তমানে এতদ্দেশের দ্বীনদার ও সুন্নতের অনুসারীদেরকে ওহাবী বলা হয়।

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে গাংগুহী সাহেবের নেক ধারণা উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইল। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর স্থলাভিষিক্ত মৌঃ ইসমাঈল দেহলভী যিনি কিতাবুত তওহীদ গ্রন্থের সারমর্মকে 'তাকাভিয়াতুল ঈমান' নামক উর্দু গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। এই কিতাব সম্পর্কে মৌঃ গাংগুহী সাহেব বলেন ঃ তাকভিয়াতুল ঈমান একটি উৎকৃষ্ট কিতাব। শিরক ও বিদ্আত দূরীভূত করার ক্ষেত্রে ইহা অদ্বিতীয়। ইহাতে বর্ণিত সমস্ত বিষয় কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইহা নিজের নিকট রাখা ও পড়া প্রকৃত ইসলাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয় পাঠকগণ ঃ এই বই-এর প্রথমাংশেই তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের বহু এবারত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যাহাতে আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কেরামকে অসহায়, বে-ইখতেয়ার, মূর্খ, বে-খবর ভূত-প্রেত এবং শয়তানের সমতুল্য বলা হইয়াছে। কোথায়ও বলিয়াছে 'রসূল চাহিলেও কিছু হয় না' 'যাহার নাম মোহাম্মদ অথবা আলী তাহার কোন এখতিয়ারই নাই 'আল্লাহের সান্নিধ্য-প্রাপ্ত সমস্ত বান্দাগণই অসহায়'। আবার কোথায়ও বলিয়াছে, 'মানুষের তারিফের মতই রসূলুল্লাহের (সঃ) তারিফ করিবে বরং তদপেক্ষা কম করিবে।' 'গ্রাম্য জমিদার বা চৌধুরীর ন্যায় রসূল পাকের মান-মর্যাদা ইত্যাদি। এতকিছু বলার পরও যখন মনের আগুন নিভিল না তখন বলিয়া-দিল, ছোট হউক অথবা বড় হউক সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহের শানের মোকা-বিলায় চামার হইতেও অধম ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা হইতেও তুচ্ছ ইত্যাদি।

মোট কথা, তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের মধ্যে আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কেরামের শানে দিবালোকের মত স্পষ্টভাবে বে-আদবী ও গোসতাখী করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও গাংগুহী সাহেব এই কিতাবটিকে নিজের নিকট রাখা ও তেলওয়াত করা প্রকৃত ইসলাম বাতাইয়াছেন—স্মরণ রাখিতে হইবে যে, عين اسلام এর অর্থ ইসলামের বিশেষ অংগ নয় বরং আগা-গোড়া সবকিছুই ইসলাম। এই কিতাবে বর্ণিত একটি কথার উপর আমল না করিলে ইসলাম অসম্পূর্ণ হইয়া গেল।

ভাই মুসলমানগণ! তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানকে যাহারা 'প্রকৃত ইসলাম' বানাইয়াছেন তাহাদের বে-আদবী ও গোসতাখীর কতিপয় নমুনা একটু পরেই পেশ করিতেছি ঃ মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খান সাহেব (রাহঃ) তাঁহার রচিত কিতাব جاء الحق এর ৪২০ পৃষ্ঠায় بلغة الحيران নামক গ্রন্থ হইতে একটি এবারত নকল করিয়াছেন। بلغة الحيران গাংগুহী সাহেবের জনৈক সাগরেদ মোঃ হোসাইন আলী সাহেবেরর স্বরচিত গ্রন্থ। উহাতে তিনি একটি স্বপ্নের বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ
مجھے آپ پلصراط پر لیگئے اور کچھ آگے جاکر دیکھا
کہ حضور علیہ السلام گرے جارہے ہیں تو میں نے
حضور کو گرنے سے روکا۔

بلغۃ الحیران - مصنفہ مولوی
حسین علی صاحب - شاگرد گنگوہی

নবী করীম (সঃ) আমাকে (হোছাইন আলীকে) পুল-ছিরাতের উপর লইয়া যান। অতঃপর আমি নবী করীমকে (সঃ) পুলছিরাতের উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলাম।'

এইবার লক্ষ্য করুন, গাংগুহী সাহেবের সাগরেদ 'তাকভিয়াতুল ঈমানকে' প্রকৃত ইসলাম মনে করার ফলে এমনই কাবিল (উপযুক্ত) হইয়াছেন যে পুল-ছিরাতের উপর হইতে নবী করীম (সঃ) পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। নাউযুবিল্লাহ!

এস্থলে গাংগুহী সাহেবের একটি স্বপ্ন বর্ণনা করা যথোচিত মনে করি, যাহা তাহার জনৈক সাগরেদ 'তাজকিরাতুর রশিদ' নামক গ্রন্থের ২৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন—

س- آپ (مولوی رشید احمد گنگوہی) ایک مرتبہ
خواب بیان فرمانے لگے کہ مولوی قاسم کو میں نے
دیکھا کہ دولہن بنے ہوئے ہیں اور میرا نکاح ان کے
ساتھ ہوا پھر خود ہی تعبیر فرمائی کہ آخر ان کے
بچوں کی کفالت کرتا ہی ہوں - صفحہ ۲۴۵

میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی محمد
قاسم دولوں کی صورت میں ہوں اور میرے ان سے
نکاح ہوا ہے - سو جس طرح زن و شوہر میں ایک
دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح مجھے ان سے
اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے - صفحہ ۲۸۹

'তিনি অর্থাৎ গাংগুহী সাহেব একদা স্বপ্নের বর্ণনা প্রসংগে বলিলেন, আমি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাঃ কাসেম নানাতুবীকে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, তিনি বধূর বেশ-ভূষা ধারণ করিয়াছেন এবং আমি তাহাকে বিবাহ করি।' তাজকিরাতুর রশিদ-এর ২য় খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠায় উক্ত স্বপ্নের বর্ণনার সহিত আরও একটু কথা জড়িত আছে। উহা এই ঃ স্বামী-স্ত্রী একে অপর হইতে যেভাবে লাভবান হয় আমি তাহার নিকট হইতে এবং তিনি আমার নিকট হইতে সেরূপ লাভবান হইয়াছেন।' অর্থাৎ আমাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মিলনের ন্যায় মিলন হইয়াছে।

পাঠকবৃন্দ! উল্লেখিত স্বপ্নের বিশদ ব্যাখ্যার অনুমতি আমার মন দেয় না, কাজেই এখানেই ক্ষান্ত করিলাম্।

কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, ইহা স্বপ্ন, স্বপ্নের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই. শয়তান যে কোন আকৃতি ধারণ করিয়াই এধরনের স্বপ্ন দেখাইতে পারে। এমতাবস্থায় আমি গাংগুহী সাহেবের ভক্তদেরকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে. এই স্বপ্ন কি শয়তানী স্বপ্ন, শয়তান কাশেম নানাতুবীর আকৃতি ধারণ করিয়া গাংগুহী সাহেবের ছোহবত লাভ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস গাংগুহী সাহেবের কোন ভক্তই ইহা স্বীকার করিবে না।

এতদ্ব্যতীত এই স্বপ্নটি শুধু কাল্পনিক নয় বরং ওহাবীদের দুইজন 'মহান' নেতার গূঢ় সম্পর্কের জ্বলন্ত নিদর্শন। স্বপ্নের মধ্যে একজন বর ও অপরজন বধূ সাজিয়া পরস্পর মধু আহরণ করিয়াছেন; শুধু ইহাই নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় উভয়ের সম্পর্কের নমুনা দেখুন যাহা তাহাদের মুরীদ ও ভক্তর কলমে 'আরওয়াহে ছালাছা' নামক গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। উহা এই ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

۴۔ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا حضرت گنگوھی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے اور یہ دونوں حضرت بھی وھیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت مولنا رشید احمد گنگوھی نے حضرت مولنا قاسم نانوتوی سے محبت امیز لہجے میں فرمایا یہاں ذرا لیٹ جاؤ حضرت نانوتوی کچھ شرما گئے مگر حضرت گنگوھی نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولنا قاسم نانوتوی کی طرف کروٹ لیکر اپنا ھاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا ھے جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ھے۔ مولنا قاسم نانوتوی ھر چند فرماتے ھیں کہ میاں کیا کر رھیے ھو یہ لوگ کیا کہینگے۔ حضرت گنگوھی کہا کہ لوگ کہینگے کہنے دو۔

একদা গাংগুহী সাহেবের খানকায় বহু লোকের সমাবেশ ছিল। হযরত গাংগুহী সাহেবের এবং হযরত নানাতুবী সাহেবের সমস্ত মুরিদ ও ভক্তগণ হাজির ছিলেন এবং তাঁহারা দুইজন সেথায় উপস্থিত ছিলেন। মাওঃ গাংগুহী সাহেব প্রেম-আবেগ মিশ্রিত সুরে কাসেম নানাতুবীকে বলিলেন, আপনি এখানে শুইয়া পড়ুন, নানাতুবী সাহেব কিছুটা লজ্জাবোধ করিলেন, গাংগুহী সাহেব পুনরায় বলিলে তিনি খুব আদবের সহিত চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন, গাংগুহী সাহেবও তাহার দিকে মুখ করিয়া ও তাহার সিনার উপর হাত রাখিয়া তাহার পার্শ্বেই শুইয়া পড়িলেন, যেভাবে একজন খাঁটি প্রেমিক তাহার মনকে সান্ত্বনা দেয়। নানাতুবী সাহেব বার বার বলিতে লাগিলেন, সাহেব আপনি এ কি করিতেছেন, এসমস্ত মানুষ কি বলিবে? তদুত্তরে গাংগুহী সাহেব বলিলেন, 'মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক তাহাদেরকে বলিতে দাও।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। উভয় মাওলানা সাহেবের ভক্তগণ ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে অধিক কিছু আলোকপাত করা আমি তাহযীবের খেলাপ মনে করি। শুধু ঘটনা প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট হইয়া পড়িবে।

ইহাই হইল ওহাবীদের নেতাদ্বয়ের কীর্তি, মুরীদ ও ভক্তের দল লজ্জা বোধ করিতেছে স্বয়ং নানাতুবী লজ্জা বোধ করিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, ইহা তো নির্জন স্থান নয়, বহু লোকের সমাবেশ, আল্লাহের খেয়াল কর বা নাই কর মানুষের তো খেয়াল করিবে, মানুষ কি বলিবে। কিন্তু গাংগুহী সাহেব এমনই উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, কিছুতেই বুকের উপর হইতে হাত সরাইতে রাজী নন; আমলের ফয়েজ জারি রাখেন। লজ্জার কথা স্মরণ করাইবার পরও তিনি নির্ভীকচিত্তে উত্তর দেন, মানুষকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে দাও।

আমার মনে হয়, গাংগুহী সাহেব যে তাকভিয়াতুল ঈমানকে প্রকৃত ইসলাম বলিয়াছেন উহাতেই ফতোয়া রহিয়াছে, যাহার ঈমান পরিপূর্ণ তাহার গোনাহ অন্যের ইবাদত অপেক্ষা ভাল। সুতরাং এ-বিষয়েও কোন আপত্তি চলিবে না। ওহাবীদের নিকট গাংগুহী সাহেবের গোনাহ অন্যের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়, কারণ তিনি তওহীদে কামেলের অধিকারী।

মাওলানা কাসেম নানাতবী সাহেব যাহার সহিত এক পাটিতে শুইয়া মাওঃ গাংগুহী সাহেব প্রেমের জ্বালা নিভাইয়াছেন তাহার সম্পর্কে একটু শুনুন ঃ

۵ - مولنا (یعنی قاسم نانوتوی) بچوں سے ہنستے بولتے تھے اور جلال الدین صاحب کا صاحبزادہ مولنا محمد یعقوب سے جو اس وقت بالکل بچے تھے بڑی ہنسی دیا کرتے تھے، کبھی ٹوپی اتارتے کبھی کمر بند کھول دیتے تھے ؛

মাওলানা (কাসেম নানাতবী) ছেলেদের সহিত হাসি তামাশা করিতেন। মাওঃ মুহাম্মদ ইয়াকুবের পুত্র জালাল উদ্দিন সাহেব যখন অল্পবয়স্ক ছিলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন তিনি তাহার সহিত খুব হাসি তামাসা করিতেন কখনও তিনি তাহার মাথার টুপি খুলিয়া ফেলিতেন আবার কখনও তাহার কমরবন্দ খুলিয়া ফেলিতেন। আশরাফুত তাম্বিহ, পৃষ্ঠা ১৪০

ইহা সাধারণ লোকের বর্ণনা নয়, যাহাকে তাহার দলীয় লোক হাকিমুল উম্মত মাওঃ আশরাফ আলী সাহেব থানবী বলিয়া থাকেন তাহারই বর্ণনা। হাকিমের কথায় হিকমত বা গুপ্তরহস্য থাকে। হয়তো, ছেলেদের সহিত হাসি; তামাসা, তাহাদের টুপি ও কমরবন্দ খুলিয়া ফেলার মধ্যে অবশ্যই কোন হিকমত রহিয়াছে। এই জন্যই 'আশরাফুত তাম্বীহ্' নামক কিতাবে উক্ত কথাগুলি মানুষের হিদায়েতের জন্য খুব জরুরী মনে করিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাই হইতেছে ঐ সমস্ত 'মহান' ব্যক্তিদের কীর্তি যাহারা মিলাদ ও ফাতেহাকারীদের এবং দরুদ ও সালাম পাঠকদেরকে বলিয়া থাকেন, ইহা রসুলে পাক করেন নাই, সাহাবাগণ করেন নাই কাজেই ইহা করা বিদআত। এখন পাঠকগণ বিচার করুন, এক বিছানায় দুইজনের পাশাপাশি শোওয়া, বুকের উপর হাত রাখিয়া মনকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং ছেলেদের কমরবন্দ খুলিয়া ফেলা বিদআত না সুন্নত ?

মাওঃ আশ্‌রাফ আলী থানবী

তাঁহার দলীয় লোক তাঁহাকে হাকিমুল উম্মত বলেন। তিনি কয়েকটি কারণে এতদ্দেশে খুব প্রসিদ্ধ। যেমন, তাহার রচিত গ্রন্থাবলী দেওবন্দি জন-সাধারণের নিকট খুবই প্রিয়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বহুদিন যাবত চাকুরীর খাতিরে সুন্নী ছিলেন। এইভাবে সুন্নীদের সহিত প্রতারণা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বেতন লইয়া ওহাবী আকিদা প্রচার করার নীতি তিনি ওহাবী-দেরকে শিক্ষা দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, বাকশক্তি আয়ত্তাধীন নহে; এই ওজরের শর্তে তিনি তাহার মুরীদানকে لا اله الا الله شرفعلى رسول الله ইত্যাদি বলার অনুমতি দিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থতঃ, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) আগমনের স্বপ্ন দেখিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে কুমারী কন্যার অধিকারী হইবেন।

পঞ্চমতঃ, তিনি লিখিয়াছেন যে, রসূলে পাকের এলম চতুষ্পদজন্তু, ছেলেদের ও পাগলের এলম-এর ন্যায়। (নাউযুবিল্লাহ)। উল্লেখিত নব-আবিষ্কৃত বে-আদবী ও গোসতাখীর ফলেই ওহাবীগণ তাহাকে হাকিমুল উম্মত ও মুজাদ্দেদে মিল্লাত উপাধি দিয়াছেন। এখন তাহার লিখিত এবারতগুলি লক্ষ্য করুন :—

৬— تیسرے میں نے دیکھا کہ وہاں (کانپور)
بدون شرکت ان مجالس (میلاد شریف) کے کسی
طرح قیام ممکن نہیں، ذرا انکار کرنے سے وہابی
کہ دیا۔ درپئے تذلیل و توہین ہوگئے اور شرکت بھی
اس نظر سے کہ ان لوگوں کو ہدایت ہوگی اور یوں
خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک مکروہ کے ارتکاب سے
دوسرے مسلمان کے فرائض، واجبات کی حفاظت ہو تو
اللہ تعالی سے امید تسامح ہے۔ بہرحال وہاں (کانپور)
میں بدون شرکت میلاد، قیام کرنا قریب بمحال
دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا کیونکہ منفعت بھی
ہے کہ مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے۔

আমি (অর্থাৎ মাওলানা আশরফ আলী) বুঝিতে পারিলাম যে, সেথায় (অর্থাৎ কানপুরে) মিলাদের মাহফিলে অংশ গ্রহণ না করিয়া থাকা মুশকিল, একটু ইনকার করিলেই ওহাবী বলা হয় এবং অপমান ও বে-ইজ্জত করা হয়, (ইহার একটু পরেই বলেন) মোট কথা, মিলাদের মাহফিলে শরীক না হইয়া সেখানে অবস্থান করা প্রায় অসম্ভব ছিল, এবং নিজের লাভের খাতিরে সেখানে থাকিবার ইচ্ছাও ছিল, কারণ মাদ্রাসা হইতে বেতন পাইতাম।
—সাইফে এমানী—পৃষ্ঠা ২৩/২৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা সাহেব মিলাদ শরীফকে হারাম ও বিদআত মনে করেন কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের খাতিরে তাহাও তিনি করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সুন্নী সাজিয়া ওহাবী আকীদা প্রচার করিয়াছেন।

'বাকশক্তি আয়ত্তাধীন নহে' এই ওজরের কারণে স্বপ্নাবস্থায় 'আশরাফ আলী আল্লাহের রসূল' বলা এবং জাগ্রত অবস্থায় 'তাহার প্রতি দরূদ পাঠ সম্পর্কে' তাহার জনৈক মুরীদের বর্ণনা শুনুন:

۷- ایک روز کا ذکر ھے کہ حسن العزیز دیکھ رھا تھا اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھدیا۔ لیکن جب بندے نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ھوگئی۔ اس لئے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر سرکی جانب رکھ لیا اور سوگیا۔ کچھ عرصہ بعد خواب دیکھتا ھوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ھوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور (یعنی اشرف علی) کا نام لیتا ھوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ھوا کہ مجھ سے غلطی ھوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاھئے۔ اس خیال سے دوبارہ پڑھتا ھوں دل پر تو یہ ھے کہ صحیح پڑھا جائے لکین زبان سے بیساختہ بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ھے۔ حالانکہ سمجھکر اس بات کا علم ھے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ھے۔ دو تین بار جب یہی صورت ھوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ھوں

pdf By Syed Mostafa Sakib

اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ وقت طاری ہوگئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھکو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوگیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر نا طاقتی بدستور تھا لیکن حالت خواب و بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال ایا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے باین خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیکر کلمہ شریف کی غلطی تذارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللھم صلی علی سیدنا ونبینا ومولنا اشرف علی، حالانکہ اب میں بیدار ہوں۔ خواب نہیں بے اختیار ہوں۔ مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی۔ خوب رویا۔ اور بھی بہت سے رجوعات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہانتک بیان کرتا۔

جواب۔ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ কলেমা পড়িতেছি কিন্তু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহের পরিবর্তে 'আশরাফ আলী রসূলুল্লাহ্' বলিতেছি। ইহা ভুল বলিতেছি বুঝিয়া বার বার সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হই; কেননা আমার বাকশক্তি আমার আয়ত্তাধীন ছিল না। পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া জাগ্রত অবস্থায় এই ভুল দূরীকরণার্থে বসিয়া পড়ি এবং রসূলুল্লাহের প্রতি দুরূদ পড়িতে শুরু করি কিন্তু এখনও আমি পড়িতে থাকি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আশরাফ আলী' অথচ আমি জাগ্রত কিন্তু আমি বে-এখতিয়ার বাক-শক্তি আমার আয়ত্তাধীন নহে। ইহার উত্তরে থানবী সাহেব বলেন, ইহাতে সান্ত্বনা রহিয়াছে যে, তুমি যাহার প্রতি রুজু করিতেছ তিনি আল্লাহের ফজলে এক-জন সুন্নতের অনুসারী ব্যক্তি। —রিসালায়ে আল-ইমদাদ, লেখক থানবী সাহেব, ১৩৩৬ সনের সফর মাসে প্রকাশিত।

একজন সাধারণ মুসলমানও ইহা অবশ্যই জানে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রসূলুল্লাহু' বলা কেমন মারাত্মক? তদুপরি জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আশরাফ আলী বলার কি হুকুম? আশরাফ আলীকে নবী বা রসূল বলা কুফর নয় কি? এমতাবস্থায় বাকশক্তি আয়ত্তাধীন নহে— এই ওজর কি গ্রহণীয়? কখনও নয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, পিতা যদি পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে, মালিক যদি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে— অতঃপর যদি ওজর পেশ করে যে, আমার বাকশক্তি আয়ত্তাধীন ছিল না— তবে এই ওজর কি গ্রহণ করা হইবে?

থানবী সাহেব যদি ওহাবী মতাবাদী না হইতেন তবে দ্বিধাহীনভাবে তাঁহার বলা উচিৎ ছিল যে, তুমি তওবা কর, নূতনভাবে কলেমা পড় তুমি যাহা বলিয়াছ উহা কুফুরী কথা, কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ কথার প্রতি সমর্থন জানাইয়া বলেন, 'ইহাতে সান্ত্বনা রহিয়াছে যে, তোমার পীর সুন্নতের অনুসারী। যাহার পীর সুন্নতের অনুসারী সে ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় নিজের পীরকে নবী বা রসূল বলিতে পারিবে, তবে সাথে সাথে বাকশক্তি আয়ত্তাধীন ছিল না ওজর করিতে হইবে। উক্ত ঘটনায় ইহাই স্পষ্ট হইয়া গেল যে, তিনি কিরূপ মনের অধিকারী ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবার-উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাঃ) সম্পর্কে থানবী সাহেবের মনোভাব লক্ষ্য করুন। থানবী সাহেব বৃদ্ধ বয়সে প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে একজন অল্পবয়স্কা যুবতী মুরীদানিকে বিবাহ করেন। থানবী সাহেবের ভাই তাহার নিকট পত্র মারফত জানিতে চাহিলেন যে, তিনি কি কারণে এই বৃদ্ধ বয়সে প্রথম স্ত্রীর অন্তরে আঘাত হানিলেন। তদুত্তরে থানবী সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দাংশ এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ

'একজন নেককার কাশ্‌ফ্‌ দ্বারা জানিলেন যে, আমার গৃহে হযরত আয়েশা আগমন করিতেছেন। ইহা আমার নিকট প্রকাশ করা মাত্রই আমি বুঝিতে পরিলাম যে, আমি অল্পবয়স্কা কুমারী নারীর অধিকারী হইব। কারণ হুযুর করীম (সঃ) যখন হযরত আয়শাকে বিবাহ করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ৫০ বৎসর এবং হযরত আয়েশা অল্প বয়স্কা ছিলেন। সেই ব্যাপার এখানেও খাটিবে।'

رسالہ الامداد تھانہ بھون - ۱۳۳۰

ভাই মুসলমানগণ ! ইনিই হইতেছেন সমস্ত মুসলমানদের মাতা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), যাহার ব্যাখ্যা হইল থানবী সাহেবের মতে তাহার অল্প বয়স্কা বিবি। কোন মুলসমান নিজের মাতার আগমনের ব্যাখ্যায় অল্পবয়স্কা বিবির আগমন ঘটিবে বলিতে পারে ? কিন্তু থানবী সাহেব উম্মুল মুমেনীনের আগমনের ব্যাখ্যা করিলেন তাহার অল্পবয়স্কা বিবির আগমন। এইবার বিচার করিয়া দেখুন থানবী সাহেব কি সুন্নী মুসলমান ছিলেন না নজদী ওহাবী ?

থানবী সাহেবের যে এবারত লইয়া সুন্নী উলামায়ে কেরাম এবং থানবীর সমর্থক ওহাবীদের মধ্যে বারবার মোনাজারা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বারেই ওহাবীরা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে তবুও তাহারা সেই এবারত হইতে তওবা করে নাই বরং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। এইবার সেই এবারতটির প্রতি লক্ষ্য করুন।

'যায়দের কথা অনুসারে তাঁহার (রসুলের সঃ) এলমে গায়ের বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে এই কথাই জিজ্ঞাস্য যে, এস্থলে এলমে গায়েবের অর্থ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কি সমস্ত বিষয়ের এলমে গায়েব, না কোন-কোন বিষয়ের এলমে গায়েব ? যদি কোন কোন বিষয়ের এলমে গায়েবই ইহার অর্থ হয় তবে ইহাতে হুযুরের কি বিশেষত্ব আছে। এই ধরনের এলমে গায়েব তো জায়েদ, ওমর, প্রত্যেক ছেলে ও পাগল এমনকি সমস্ত জন্তু জানোয়ারের রহিয়াছে ?'

(হিফজুল ঈমান, পৃঃ ৭)

থানবী সাহেবের শেষোক্ত বাক্যটি ইহাতে হুযুরের কি বিশেষত্ব আছে ঐ রকম এলমে গায়েব তো যেমন-তেমন ব্যক্তি প্রত্যেক ছেলে পাগল এমন কি জন্তু-জানোয়ারেরও আছে' বড়ই মারাত্মক। আরব অনারব প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এই বাক্যটি হুযুরে পাকের শানে খুবই মানহানিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইহা কুফুরী কথা বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। (حسام الحرمين দ্রষ্টব্য) অধিকন্তু এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া বহু পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে। কাজেই এই সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এখন তবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের হাল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

মৌঃ ইলিয়াস কান্ধীলভী

(তবলীগ জমাতের প্রতিষ্ঠাতা)

মৌঃ রশিদ আহমদ গাংগুহী ও মৌঃ আশরাফ আলী সম্পর্কে যাহা কিছু আলোচনা করা হইয়াছে উহা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহারা নজদী ওহাবীদের মতবাদপন্থী। ইহারাই হইতেছেন মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের পীর মুরশেদ ও শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ। মৌঃ ইলিয়াস সাহেব ইহাদের গোঁড়া সমর্থক ও খাঁটি অনুসারী। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর তথাকথিত তওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। বিশেষতঃ মৌঃ রশিদ আহম্মদ সাহেব হইতেছেন তাহার মুরব্বী উসতাদ ও পীর মুরশেদ। যিনি মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর প্রশংসায় বলিয়াছেন, মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব হাদীস মোতাবেক আমলকারী এবং শিরক-বিদআত হইতে নিষেধকারী এবং যিনি তাকভিয়াতুল ঈমান' নামক কিতাবটিকে প্রকৃত ইসলাম বলিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাল্য বয়সেই মৌঃ ইলিয়াস সাহেব শিক্ষালাভের জন্য গাংগুহী সাহেবের দরবারে হাজির হন। দীর্ঘ দশ বৎসর যাবত তাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন এবং ছাত্রজীবনেই তিনি গাংগুহী সাহেবের নিকট মুরীদ হন। তবলিগি জমাতের একজন মোবাল্লেগ (প্রচারক) মৌঃ আলী হাসান তাহার সংকলিত 'হযরত মাঃ ইলিয়াস আওর উনকি দ্বীনি দাওয়াত' নামক গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

"হযরত মাঃ ইলিয়াস সাহেব জনাব গাংগুহী সাহেবের ছোহবতে এবং তাহার মজলিসের সম্পদ রাত-দিন লাভ করেন।"

ইতিপূর্বে মাঃ রশিদ আহমদ সাহেব ও মাঃ কাসেম সাহেবের ছোহবত সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছি। মৌঃ ইলিয়াস সাহেবও ঐ ছোহবত দিবা-নিশি লাভ করেন। ইহার ফলে ইলিয়াস সাহেব কত বড় মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন—একমাত্র ওহাবীরাই উপলব্ধি করিতে পারে।

দশ বৎসর বয়স হইতেই, বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গাংগুহী সাহেবের ছোহবত লাভ করেন। তাহার নিকটে থাকিয়াই তিনি বালেগ হন, পূর্ণতা লাভ করেন, যৌবনে পদার্পণ করেন। দ্বিনী তবলীগ এর ৫৩ পৃষ্ঠার বর্ণনা লক্ষ্য করুন ঃ

'মানব জীবনের যে উত্তম সময় পরিবেশের প্রভাব গ্রহণের অনুকূল সেই সময়টি মাঃ ইলিয়াস সাহেব গাংগুহে অতিবাহিত করেন। দশ-এগার বৎসর বয়সে তিনি গাংগুহে গমন করেন এবং ১৩২৩ সনে গাংগুহী সাহেবের মৃত্যুর সময় তাহার বয়স ছিল বিশ বৎসর। মোটামুটি দশ বৎসর কাল তিনি মাওঃ ছোহবতে অতিবাহিত করেন।'

দীর্ঘ দশ বৎসর সময় তিনি সেথায় খালি খালি কাটান নাই বরং অল্প বয়সেই গাংগুহী সাহেব তাহাকে মুরীদ করিয়াছেন। 'দ্বীনি দাওয়াত' নামক কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠার বর্ণনা লক্ষ্য করুন ঃ

মাওঃ ইলিয়াসে সাহেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে তাহার ইচ্ছা ও অনুরোধক্রমে (গাংগুহী সাহেব) তাহাকে মুরীদ করেন। ভালবাসার জলন্ত কণিকা তাহার স্বভাবে প্রথম হইতেই বিদ্যমান ছিল। মাওঃ গাং-

pdf By Syed Mostafa Sakib

গাংগুহীর সহিত তাহার এমনই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল যে, তাহাকে ব্যতীত তিনি শান্তি পাইতেন না, কখনও কখনও রাত্রিতে উঠিয়া (ইলিয়াস সাহেব) তাহার মুখমন্ডল দেখিবার জন্য তাহার নিকট গমন করিতেন।

প্রিয় পাঠকগণ! গাংগুহী সাহেবের শয়নকক্ষে তাহার মুখমন্ডল দেখিবার জন্য ইলিয়াস সাহেব রাত্রিকালে গমন করিতেন—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কত গভীর সম্পর্ক ও আন্তরিক মিল ছিল। আল্লাহ্ সমস্ত মুমিনদেরকে লক্ষ্য করিয়া কুরআনুল করীমে এরশাদ করেন—ফজরের পূর্বে, দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের সময় এবং এশার নামাযের পর তোমরা কেহ কাহারও শয়নকক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিবে না। (তবে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে স্বতন্ত্র; উহারা একে অপরের ভূষণ স্বরূপ)।

মৌঃ ইলিয়াস সাহেব দশ বৎসর যাবৎ গাংগুহী সাহেবের ছোহবতে থাকিয়া তাহার প্রতি এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাহার মুখমন্ডল না দেখিলে তাহার মন শান্ত হইত না, যে প্রকারেই হউক না কেন তাহার দর্শন লাভ করিয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেন।

উভয়ের মধ্যেকার গভীর সম্পর্ক ও রাত্রিতে উঠিয়া চেহারা দেখার অভ্যাস আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ইহাই বলিতে চাই যে, দশ এগার বৎসর যাবৎ যে পরিবেশে থাকিয়া তিনি ফয়েজ হাছেল করিয়াছেন, ঐ পরিবেশটি তো খাঁটি নজদী ওহাবীদের পরিবেশ। সুতরাং তিনি যে একজন খাঁটি ওহাবী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গাংগুহী সাহেবের মৃত্যুর পর ইলিয়াস সাহেব দ্বিতীয় পীর ধরিয়াছেন। দ্বিনী দাওয়াতের ৪৯/৫০ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ লিখিত রহিয়াছে। মাঃ রশীদ আহমদের মৃত্যুর পর মাওঃ ইলিয়াস সাহেব শাইখুল হিন্দ মাওঃ মাহমুদুল-হাসান সাহেবের নিকট বয়েত গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে মাঃ খলিল আহমদ সাহেবের নিকট বয়েত হইতে বলিলেন। ফলে ইলিয়াস সাহেব তাহার নিকট মুরীদ হইয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেন।

মৌঃ খলীল আহমদ সাহেব কে ছিলেন? কেহ মনে করিবেন না যে, তিনি একজন ছহীহ আকীদা সম্পন্ন মৌলভী ছিলেন বরং পাক-ভারতের

ওহাবীদের বড় নেতা এবং প্রথম শ্রেণীর বে-আদব ছিলেন। বারাহীনে কাতেয়া-এর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত তাহার একটি স্বপ্নের বর্ণনা শুনুন ঃ—

'জনৈক নেককার স্বপ্নযোগে নবী করীম (দঃ) এর যিয়ারত লাভ করেন। নবী করীম (দঃ) উর্দু ভাষায় কথা বলিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করিয়া উর্দু ভাষা শিক্ষা করিলেন, আপনি তো একজন আরব। তদুত্তরে রসুলে পাক (দঃ) বলিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেমদের সহিত যখন হইতে আমার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই উর্দু ভাষা আমার আয়ত্তাধীন হইয়াছে। সুবহানাল্লাহ! ইহাতেই ঐ মাদ্রাসার বুজুর্গী প্রমাণিত হয়।'

ইনিই হইলেন মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের দোসরা পীর সাহেব। দেওবন্দ প্রেমিক ওহাবীদের এতটুকু তমিজ নাই যে, পাকভারতের মধ্যে আল্লাহের বহু প্রেমিক বান্দাগণ স্বপ্নযোগে নবী করীম (দঃ) দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের সাথেই নবী করীম (দঃ) প্রত্যেকের মাতৃভাষাতেই কথোপকথন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই প্রেমিক বান্দাগণ রসুলে পাকের দীদার লাভ করিয়া থাকেন ও পরস্পর কথোপকথন করেন। একজন মূর্খ মুসলমানও এই কথা অবগত আছে যে, আল্লাহের প্রিয় নবী (সঃ) আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যা দ্বারা প্রত্যেকের মাতৃভাষাতেই কথা বলিয়া থাকেন, যাঁহার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা, উর্দু ভাষা শিখিবার জন্য ওহাবী মৌলভীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক স্থাপন করার কি প্রয়োজন?

سنقرئك فلا تنسى—অর্থাৎ তোমাকে আমি পাঠ করাইব, তুমি তাহা ভুলিবে না।

علمنى ربى فاحسن تاديبى—আমার প্রতিপালক আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন অতি সুন্দরভাবে।

শত শত ধিক, নির্লজ্জ ওহাবীদের প্রতি! শুধু মাদ্রাসার বুজুর্গী দেখাইবার জন্য এই ধরনের মনগড়া স্বপ্ন উদ্ভাবন করিয়াছে।

পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, ওহাবীদের তওহীদ ততক্ষণ পূর্ণতা লাভ করেনা যতক্ষণ না আম্বিয়া ও আওলীয়ায়ে-কেরামের শানে বে-আদবী ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোসতাখী করা হয়। সমস্ত ওহাবীদের ইহাই নীতি। তদনুযায়ী মৌঃ ইলিয়াস সাহেব গাংগুহী সাহেবের পর যাহাকে পীর ধরিয়াছেন তিনিও ওহাবী তওহীদের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। ফলে, এই ধরনের কথা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

স্বয়ং মৌঃ ইলিয়াস সাহেব রসুলে পাকের শানে তাহার পীর দ্বয়ের মতই আকীদা পোষণ করিতেন. কেননা তিনি পীরদ্বয়ের মতবাদ বা আকীদার সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন। এবং তিনি নিজের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তবলীগ জমাতের জনৈক আমির মৌঃ মনজুর নোমানী কর্তৃক সংকলিত 'মলফুজাতে মাওঃ ইলিয়াস' নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে :—

একদা (ইলিয়াস সাহেব) বলিয়াছেন. স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের একভাগ। কেহ কেহ স্বপ্নযোগে এমনই তরক্কী লাভ করেন যাহা রিয়াজত ও মুজাহেদা দ্বারা লাভ করা যায় না। কারণ তাহারা স্বপ্নের মারফত বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন যাহা নবুয়তের অংশ। কেন তরক্কী হইবে না? জ্ঞান দ্বারা মারফত, মারফত দ্বারা কুরব বা নৈকট্য লাভ করা যায়। এই জন্যই 'হে আমার প্রতিপালক আমাকে অধিক জ্ঞান দাও' ইহা বলিতে বলা হইয়াছে'। অতপর বলিলেন, আজকাল আমি স্বপ্নযোগে বিশুদ্ধ ভাব লাভ করিতেছি। তোমরা চেষ্টা কর যাহাতে আমার ঘুম বেশী পরিমাণে হয়।

মলফুজাত ই-মওলানা ইলিয়াসের ৫০নং দরসে রহিয়াছে যে. তিনি (ইলিয়াস) বলেন, এই তবলীগের পদ্ধতি আমি স্বপ্নযোগে পাইয়াছি। 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাদিগকে মানুষের উপকারের জন্য বাহির করা হইয়াছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে অসৎ কাজ নিষেধ করিবে ও আল্লাহের উপর ঈমান আনিবে।'

এই আয়াতের তফসীরও স্বপ্নে আমার প্রতি এইরূপ উদঘাটিত হইয়াছে যে, তোমরা মানুষের জন্য 'নবীদের মত' আবির্ভূত হইয়াছ—এই অর্থ اخرجت শব্দ দ্বারা বিবৃত করিবার মধ্যে ইহার প্রতি ইংগিত রহিয়াছে যে একস্থানে বসিয়া এই কাজ হইবে না বরং দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়া করিতে হইবে ইত্যাদি। ৫০ পৃঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই স্থলে ইলিয়াস সাহেব আকার-ইংগিতে নবুওতের গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার দাবী করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। আয়াতের ব্যাখ্যায়-স্পষ্ট-ভাবে নবীদের সমকক্ষ হওয়ার দাবী করিয়াছেন। আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আর উহার তফসীর স্বপ্নের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ইলিয়াস সাহেবের উপর। অথচ এইরূপ তফসীর চৌদ্দশত বৎসর যাবত কোন তফসীরকার করেন নাই। শুধু তাহাই নহে নবীদের দ্বারা আল্লাহ্ যে কাজ সমাধা করেন নাই তিনি তবলিগিদের দ্বারা তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করিতে পারেন বলিয়া ইলিয়াস সাহেব অভিমত ব্যক্ত করেন। মাকাতিব ই ইলিয়াস—১০৭ পৃঃ

কি অভূতপূর্ব উক্তি। আল্লাহের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কিছু হয় না, নবীগণ দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয় নাই, তবলীগের কর্মীদের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে ইহা নবীদের উপর তবলীগের কর্মীদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা নয় কি? মাওলানা ইলিয়াস যখন মৃত্যু বরণ করিলেন এবং তাহার মৃতদেহ ময়দানে রাখা হইয়াছিল তখন মাওলানা যাকারিয়া ও মাওলানা ইউসুফ সাহেবদ্বয়ের নির্দেশক্রমে জনমন্ডলীকে সমবেত করিয়া وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 'মুহাম্মদ তো একজন রসুল, তাঁহার পূর্বে বহু রসুল অতিবাহিত হইয়াছে'—এই আয়াতকে শিরোনাম হিসাবে গ্রহণ করিয়া বক্তব্য রাখা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, নবী করীমের ইনতিকালের পর সমবেত সাহাবা কেরামকে সান্ত্বনা দানের জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) যে আয়াতটি নির্বাচন করিয়াছিলেন, সেই আয়াতটিকেই ইলিয়াস সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার ভক্তগণ কেন নির্বাচন করিলেন। মৃত্যু সম্পর্কে বহু আয়াত কুরআনে পাকে রহিয়াছে এতদসত্ত্বেও বিশেষতঃ নবীদের মৃত্যু সম্পর্কিত আয়াতটি ইলিয়াসের মৃত্যুর ক্ষেত্রে অবতারণা করিবার সার্থকতা কি থাকিতে পারে। আসলে তাহাদের দৃষ্টিতে মোঃ ইলিয়াসের মর্যাদা রসুল অপেক্ষা কম ছিল না বলিয়াই তাহারা এই আয়াতটিকে নির্বাচন করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক চিঠিতে মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান নদবী-এর এই কথা ছিল যে, মুসলমান কেবলমাত্র দুই প্রকারের হইতে পারে, তৃতীয় কোন প্রকার নাই। যে নিজে আল্লাহের রাস্তায় বাহির হইয়াছে অথবা যাহারা আল্লাহের রাস্তায় বাহির হইয়াছে তাহাদের যে সাহায্য করে।' তিনি (মৌঃ ইলিয়াস) বলিয়াছেন সে খুবই ঠিক (যথার্থ) বুঝিয়াছে।—মলফুজাত, ৪৬ পৃঃ

মুসলমান তিন প্রকার, চতুর্থ প্রকার কোন মুসলমান নাই, যাহারা তবলীগে বাহির হইয়াছে, যাহারা তবলিগিদের কথা শুনে এবং যাহারা তবলিগিদের সাহায্য করে।—মাকাতীব ইলিয়াস।

মৌঃ ইলিয়াস কর্তৃক প্রচারিত তবলীগে যাহারা যোগ দেন নাই অথবা উহার বিরোধিতা করে তাহারা কি নামে অভিহিত হইবেন—মুসলমান না কাফের। ছয় উছুলের তবলীগ অস্তিত্ব লাভ করিবার পূর্বে সাড়ে তেরশত বৎসর পর্যন্ত যাহারা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে ইলিয়াস সাহেব এর কি ধারণা? ছয় উছুলের তবলীগকারী ও উহার সমর্থকরাই মুসলমান—অন্যেরা নয়—ইহার কি কোন প্রমাণ আছে?

রসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণের দাবী করিয়া তবলিগিরা বলিয়া থাকেন আমরাও তাঁহার মত দ্বারে দ্বারে কলেমার দাওয়াত দিয়া থাকি। কলেমার দাওয়াত রসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাহাদেরকে দিয়াছেন—মুসলমানদেরকে না কাফেরদেরকে?—নিশ্চয়ই মুসলমানদেরকে নয়। এইভাবে তবলিগি নেতাগণ রসুল পাকের অনুকরণের দাবী করিয়া মুসলমানদেরকে কাফেরে গণ্য করিতেছেন এবং তাহাদেরকে তবলীগ মতবাদ বা মযহাবের দীক্ষা দানের জন্য ইসলামের কলেমা লইয়া হাজির হইতেছেন যাহাতে সাধারণ মুসলমানগণ তবলিগিদের স্বরূপ বুঝিতে না পারে—এইভাবে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ কলেমা নামাজ শিক্ষার বাহানায় তাহাদের খপ্পরে পড়িয়া অমূল্য রত্ন ঈমানকে কলুষিত করিতেছে।

মৌঃ ইলিয়াস সাহেব বলেন 'আমাদের কাজ দ্বীনের বুনিয়াদী কাজ, আমাদের আন্দোলন ঈমানী আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে কর্মীরা ঈমানের বুনিয়াদ ঠিক আছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধরিয়া লইয়া পরবর্তী গঠনমূলক কাজ করিতে থাকে—অথচ আমাদের মধ্যে উম্মতের সর্বপ্রথম জরুরত এই যে, তাহাদের অন্তরে শুদ্ধ ঈমানের আলো পৌঁছান।'

'ঈমানী আন্দোলনে ঈমান আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া ঠিক নয়। বরং ঈমান মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।' এখন ভাবিয়া দেখুন যাহাদের নিকট তাহারা এই আন্দোলন লইয়া হাজির হন—তাহারা কি আন্দোলনকারীদের মতে ঈমানদার ?

মৌঃ ইলিয়াস সাহেব যে পরিবেশে লালিত পালিত হন তাহা ছিল খাঁটি ওহাবীদের পরিবেশ। তৎকর্তৃক প্রবর্তিত তবলীগ জমাতের উদ্দেশ্যও ওহাবী মতবাদের প্রচার। মলফুজাত-এর একস্থানে উল্লেখিত আছে যে, আমার (মৌঃ ইলিয়াস) ইচ্ছা যে, তবলীগের পদ্ধতি আমার হউক এবং তালিম বা শিক্ষা থানবীর। থানবীর শিক্ষা কত মারাত্মক ও ত্রুটিপূর্ণ তাহা ইতিপূর্বে উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করিয়াছি। কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা প্রচার করা তবলীগের উদ্দেশ্য নয় বরং থানবী সাহেবের মতবাদ প্রচার করাই তবলীগ জমাতের উদ্দেশ্য। একদিন মৌঃ ইলিয়াস তাহার জনৈক শিষ্য জহিরুল হাসানকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

میاں ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی نہیں پاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوۃ ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلوۃ نہیں۔ ایک دن بڑی حسرت سے فرمایا کہ مجھے ایک نئی قوم بنانا ہے۔ دینی دعوت ۲۳۴

'মিয়া জহিরুল হাসান, আমার উদ্দেশ্য কেহই বুঝে না, মানুষ মনে করে যে ইহা (তবলীগ) নামাজের আন্দোলন। আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, ইহা নামাজের আন্দোলন নয়।' একদিন আফছুছ করিয়া বলিলেন 'আমার একটি নূতন দল সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বীনি দাওয়াত, পৃষ্ঠা ২৩৪

অনেকের ধারণা তাবলীগ জমাতের লোকেরা নিজেদের খরচায় দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াইতেছেন। কাহার নিকট হইতে কোন প্রকার সাহার্য সহায়তা গ্রহণ করেন না অর্থাৎ আপন-পর কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন না—তাহাদের এই কারণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাহারা আপন পর সকলের নিকট হইতেই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, এমনকি বিধর্মীদের নিকট হইতেও

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহায্য গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজদের মধ্যে একে অপরকে কিভাবে সাহায্য করিবে তাহার পদ্ধতি ও নিয়মনীতি তাহাদের রচিত গ্রন্থে বিবৃত আছে উহার বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। বিধর্মী সরকার হইতে মোঃ ইলিয়াস যে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বয়ান জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি মাওলানা হিফজুর রহমানের জবানী শুনুনঃ যাহা তাহের আহমদ কাসেমী, আস্তানায়ে কাসেমী দেওবন্দ হইতে 'মাকালামাতুস সাদরাইন' (দুই সভাপতির কথোকথন) শীর্ষক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

اسی ضمن میں مولنا حفظ الرحمن صاحب نے کہا کہ
مولنا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو
بھی ابتداء حکومت کی طرف سے مدد بذریعہ حاجی رشید
صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا پھر بند ہو گیا۔ مکالمۃ الصدرین

পৃষ্ঠা ১০, হাশেমী বুক ডিপো, লাহোর হইতে প্রকাশিত। অর্থাৎ 'এই প্রসংগে মাওলানা হিফজুর রহমান বলিলেন 'মাওলানা ইলিয়াস রহঃ-এর তবলিগী আন্দোলন প্রথম প্রথম সরকারের পক্ষ হইতে হাজী রশীদ আহমদ সাহেবের মাধ্যমে কিছু টাকা পাইত, অবশ্য পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়।' দেওবন্দীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম হইলেন মাওলানা হিফজুর রহমান আর দেওবন্দী আকীদা প্রচারের প্রধানতম বাহন হইল তবলীগ জামাত। কাজেই তবলিগীদের সম্পর্কে তাহার এই উক্তি বিদ্বেষপ্রসূত নয় বরং বাস্তবতার প্রতিফলন।]

তবলীগ জমাতের প্রবর্তক মোঃ ইলিয়াস সাহেবের মনোবাসনা পূর্বে বির্ণত উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একটি দল সৃষ্টি করিতে চান। ধর্মের সংস্কারের নামে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীও একটি দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং উক্ত দলকে যে সমস্ত কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছিল তাহার ইতিহাস অতি করুণ ও মর্মান্তিক। আহ্‌লে সুন্নত ওলামা কেরাম এই বিষয়ে একমত যে, ইলিয়াস কর্তৃক প্রবর্তিত তবলিগি জমাত মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব-এর নজদী জমাতের নবতর সংস্করণ! উভয় দলের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা প্রায় এক!

আল্লাহ তায়ালা সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে তবলিগি ওহাবী চক্রান্ত হইতে রক্ষা করুন। আমীন

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি

১। বাহারে শরিয়াত বাংলা
২। কানুনে শরিয়াত বাংলা
৩। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
৪। সলাতে মুস্তফা বা সহীহ নামাজ শিক্ষা
৫। আনওয়ারে শরিয়াত বাংলা
৬। ইসলামিক সরল বাংলা ভাষণ
৭। আজানে কবর বাংলা
৮। আঙ্গুঠা চুমার মসলা বাংলা
৯। বাহারে মাদিনা বাংলা
১০। নাতে রাসুল বাংলা
১১। মরুর কুসুম বাংলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক
মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ
মোবাইলঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০